অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-১

অহংকার

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

অহংকার

মোঃ আমজাদ হোসেন

প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১১০/- (একশত দশ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-97888-1-2

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা/৭

কিবির বা অহংকারের পরিচয়/৯

কিবিরের কারণসমূহ/১৩

মানুষ যেসব জিনিস নিয়ে অহংকার করে তার বর্ণনা/১৭

মানব জীবনে অহংকারের প্রভাব/৩২

অহংকারীর শাস্তি/৪৫

অহংকারের চিকিৎসা/৫৭

পরিশিষ্ট/৭০

অনুশীলনী/৭১

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'অহংকার'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মনে রাখতে হবে, অহংকার ও বড়াই মানবাত্মার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও মারাত্মক ব্যাধি যা একজন মানুষের নৈতিক চরিত্রকে শুধু কলুষিতই করে না বরং তা একজন মানুষকে হিদায়াত ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর পথের দিকে নিয়ে যায়। যখন কোনো মানুষের অন্তরে অহংকার ও বড়াই'র অনুপ্রবেশ ঘটে তখন তা তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইরাদার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাকে নানাবিধ প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে খুব শক্ত হস্তে টেনে নিয়ে যায়, অতঃপর বাধ্য করে সত্যকে অস্বীকার ও বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করতে। আর একজন অংহকারী সবসময় চেষ্টা করে হকের নিদর্শনসমূহকে মিটিয়ে দিতে। অতঃপর তার নিকট সজ্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে কিছু বাতিল, ভ্রান্ত, ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী যার কোনো বাস্তবতা নেই। ফলে সে এ সবেরই অনুকরণ করতে থাকে এবং গোমরাহীতে নিপতিত থাকে। এ সবের সাথে আরও যোগ হবে, মানুষ-সে যত বড়ই হোক না কেন, তাকে সে নিকৃষ্ট মনে করবে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তাকে অপমান করবে।

এ পুস্তিকায় অহংকারের পরিচয় এবং অহংকার ও বড়াই'র মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ পুস্তিকায় থাকছে অহংকারের ক্ষতি, নিদর্শন, কারণ ও মানব-জীবনে তার প্রভাব কী তার একটি সারসংক্ষেপ। সবশেষে অহংকারের চিকিৎসা কী তা আলোচনা করে রিসালাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এ পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা ও এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি কখনই ভুলবো না।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরও প্রার্থনা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ দান করেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন। আমীন।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

কিবির বা অহংকারের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ:

ইবন ফারেস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, الكِبْرُ। (কিবির) অর্থ: বড়ত্ব, বড়াই, অহংকার ইত্যাদি। অনুরূপভাবে الكبرياء। অর্থও বড়ত্ব, বড়াই, অহংকার। প্রবাদে আছে:

ورثوا المجد كابرًا عن كابر.

"ইজ্জত-সম্মানের দিক দিয়ে যিনি বড়, তিনি তার মতো সম্মানীদের থেকে সম্মানের উত্তরাধিকারী হন।"[১]

আর ইবন মানযূর উল্লেখ করেন, الكِبْر। শব্দটিতে কাফটি যের বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো, বড়ত্ব, অহংকার ও দাম্ভিক।

আবার কেউ কেউ বলেন, تَكَبَّرَ (তাকাব্বারা) শব্দটি কিবির থেকে নির্গত। আর تَكابَر من السن শব্দটি দ্বারা বার্ধক্য বুঝায়। আর তাকাব্বুর ও ইস্তেকবার শব্দটির অর্থ হলো, বড়ত্ব, দাম্ভিক ও অহমিকা।[২]

পরিভাষিক সংজ্ঞা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীসে কিবিরের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ».

---

১ মু'জামু মাকায়িসিল্লুগাহ ৫/১৫৩।

২ লিসানুল আরব ৫/১২৫।

"যার অন্তরে একটি অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক লোক দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোনো কোনো লোক এমন আছে, সে সুন্দর কাপড় পরিধান করতে পছন্দ করে, সুন্দর জুতা পরিধান করতে পছন্দ করে, এসবকে কি অহংকার বলা হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা নিজে সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। (সুন্দর কাপড় পরিধান করা অহংকার নয়) অহংকার হলো, সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট বলে জানা।"[৩]

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি অংশে অহংকারের সংজ্ঞা তুলে ধরেন।

এক: হককে অস্বীকার করা, হককে কবুল না করে তার প্রতি অবজ্ঞা করা এবং হক কবুল করা হতে বিরত থাকা।

বর্তমান সমাজে আমরা অধিকাংশ মানুষকে দেখতে পাই, যখন তাদের নিকট এমন কোনো লোক হকের দাওয়াত নিয়ে আসে যে বয়সে বা সম্মানের দিক দিয়ে তার থেকে ছোট, তখন সে তার কথার প্রতি কোনো প্রকার গুরুত্ব দেয় না। আর তা যদি তাদের মতামত অথবা তারা যা নির্ধারণ ও যার ওপর তারা আমল করছে তার পরিপন্থী হয়, তখন তারা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। আর অধিকাংশ মানুষের স্বভাব হলো, যে লোকটি তাদের নিকট দাওয়াত নিয়ে আসবে, তাকে ছোট মনে করবে এবং তার বিরোধিতায় অটল ও অবিচল থাকবে, যদিও কল্যাণ নিহিত থাকে সত্য ও হকের আনুগত্যের মধ্যে এবং তারা যে অন্যায়ের ওপর অটুট রয়েছে, তাতে তাদের ক্ষতি ছাড়া কোনো কল্যাণই থাকে না।

আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নেই। বিশেষ করে ছোট পরিসরে এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। যেমন, পরিবার, স্কুল, মাদ্রাসায়, অফিস-আদালত ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এ ধরনের ঘটনা নিত্যদিন ঘটে থাকে।

অহংকারীরা আশংকা করে যে, সে যদি অপর ব্যক্তি থেকে প্রমাণিত সত্যকে গ্রহণ করে, তাহলে মানুষ তাকে সম্মান দিবে না, অপর লোকটিকে সম্মান দিবে। তখন সম্মান অপরের হাতে চলে যাবে এবং সে মানুষের সামনে বড় ও

---

৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১।

সম্মানী লোক হিসেবে বিবেচিত হবে, আর তাকে কেউ সম্মান করবে না। এ কারণেই সে কাউকে মেনে নিতে পারে না, সে মনে করে সত্যকে গ্রহণ করলে তার সম্মান নিয়ে টানাটানি হবে এবং মানুষ তার প্রতি আর আকৃষ্ট হবে না। আর বাধ্য হয়ে তাকে অপরের অনুসারী হতে হবে।

যদি অহংকারী লোকটি বুঝতে পারত যে, সত্যিকার ইজ্জত-সম্মান হলো, হকের অনুসরণ ও আনুগত্য করার মধ্যে, বাতিলের মধ্যে ডুবে থাকাতে নয়, তা ছিল তার জন্য অধিক কল্যাণকর ও প্রশংসনীয়।

'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট চিঠি লিখেন,

لَا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقّ، فَإِنّ الْحَقّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ.

"তুমি গতকাল যে ফায়সালা দিয়েছিলে, তার মধ্যে তুমি চিন্তা-ফিকির করে যদি সঠিক ও সত্য তার বিপরীতে পাও, তাহলে তা থেকে ফিরে আসাতে যেন তোমার নফস তোমাকে বাধা না দেয়। কারণ, সত্য চিরন্তন, সত্যের পথে ফিরে আসা বাতিলের মধ্যে সময় নষ্ট করার চেয়ে অনেক উত্তম।"[৪]

আব্দুর রহমান ইবন মাহদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার আমরা একটি জানাযায় উপস্থিত হলাম, তাতে কাজী উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান রাহিমাহুল্লাহ হাযির হলেন। আমি তাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভুল উত্তর দেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন, এ মাসআলার সঠিক উত্তর এভাবে...। তিনি কিছু সময় মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকলেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বললেন, আমি আমার কথা থেকে ফিরে আসলাম, আমি লজ্জিত। সত্য গ্রহণ করে লেজ হওয়া আমার নিকট মিথ্যার মধ্যে থেকে মাথা উঁচু হওয়ার চেয়ে অধিক উত্তম।[৫]

---

৪ দারাকুতনী ৪/২০৬।

৫ তারিখে বাগদাদ ১০/৩০৭।

দুই. (غمط الناس) মানুষকে নিকৃষ্ট জানা।

الغمط বলা হয়, নিকৃষ্ট মনে করা, ছোট মনে করা ও অবজ্ঞা করাকে।

সুতরাং (غمط الناس) মানুষ কে নিকৃষ্ট মনে করা, অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ মনে করা ও মানুষকে ঘৃণা করা। মানুষের গুণের চাইতে নিজের গুণকে বড় মনে করা। কারো কোনো কর্মকে স্বীকৃতি না দেওয়া, কোনো ভালো গুণকে মেনে নেওয়ার মানসিকতা না থাকা।

মনে রাখতে হবে, যারা মানুষকে খারাপ জানে, তাদের কর্মের পরিণতি হলো, মানুষ তাদের খারাপ জানবে। এ ধরনের লোকেরা মানুষের সুনামকে ক্ষুণ্ণ এবং তাদের যোগ্যতাকে ম্লান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। সে অন্যদের ওপর তার নিজের বড়ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করার লক্ষ্যে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট করে। মানুষের সম্মানহানি ঘটানোর উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ও অপবাদ রটায়। অহংকারীরা কখনই মানুষের চোখে ভালো হতে পারে না, মানুষ তাদের ভালো চোখে দেখে না।

অহংকারী তার নিজের কর্ম ও গুণ দিয়ে কখনই উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান লাভ করতে সক্ষম নয়। তাই সে নিজে সম্মান লাভ করতে না পেরে নিজের মর্যাদা ঠিক রাখার জন্য অন্যদের কৃতিত্বকে নষ্ট করে এবং তাদের মান-মর্যাদাকে খাট করে দেখে।

কিবির (অহংকার) ও ‘উজব (আত্মতৃপ্তি) এর মধ্যে পার্থক্য:

আবু ওহাব আল-মারওয়ারযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আমি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারককে জিজ্ঞাসা করলাম- কিবির কী? উত্তরে তিনি বললেন, মানুষকে অবজ্ঞা করা।

তারপর আমি তাকে ‘উজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘উজ্ব কী? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি নিজেকে মনে করলে যে, তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্যদের মধ্যে নেই। তিনি বললেন, নামাযীদের মধ্যে ‘উজ্ব বা আত্মতৃপ্তির চেয়ে খারাপ আর কোনো মারাত্মক ত্রুটি আমি দেখতে পাই না।[৬]

৬ সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা ৭/৪০৭।

কিবিরের কারণসমূহ

একজন অহংকারী মনে করে যে, সে তার সাথী-সঙ্গীদের চেয়ে জাতিগত ও সত্তাগতভাবেই বড় এবং সে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তার সাথে কারো কোনো তুলনা হয় না। যার কারণে সে সমাজে এমনভাবে চলাফেরা করে যে, মনে হয় তার মতো এত বড় আর কেউ নেই।

অহংকারের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

এক. কারো প্রতি নমনীয় না হওয়া বা আনুগত্য না করার স্পৃহা:

একজন অহংকারী তার অহংকার করার স্পৃহাটি ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায় পৌঁছে, শেষ পর্যন্ত যে আল্লাহর হাতে আসমান ও যমীনের কর্তৃত্ব, তার আনুগত্যও সে আর করতে চায় না। তার এ ধরনের স্পৃহার কারণে তার মধ্যে এ অনুভূতি জেগে ওঠে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়, সে নিজেই সর্বেসর্বা, তার কারো প্রতি আনুগত্য করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ ۝٧﴾ [سورة العلق: ٦-٧]

"কখনো নয়, নিশ্চয় মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। কেননা সে নিজকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

[সূরা আল-আলাক, আয়াত: ৬-৭]

বাগাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

মানুষ তখনই সীমালঙ্ঘন করে এবং তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করে, যখন সে দেখতে পায়, সে নিজেই স্বয়ংসম্পন্ন।[৭]

দুই. অন্যদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অপ্রতিরোধ্য অভিলাষ:

একজন অহংকারী, সে মনে করে, সমাজে তার প্রাধান্য বিস্তার, সবার নিকট প্রসিদ্ধি লাভ ও নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাকে এ লক্ষ্যে সফল

৭ মায়ালিমুত তানযীল ৮/৪৭৯।

হতেই হবে। কিন্তু যদি সমাজ তার কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য মেনে না নেয়, তখন সে চিন্তা করে, তাকে যে কোনো উপায়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। চাই তা বড়াই করে হোক অথবা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে হোক। তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে এবং সমাজে হট্টগোল সৃষ্টি করে।

তিন. নিজের দোষকে আড়াল করা:

একজন অহংকারী সবসময় মানুষের চোখে বড় হতে চায়। এ কারণে সে পছন্দ করে যে, তার মধ্যে যেসব দুর্বলতা আছে তা যেন কারো নিকট প্রকাশ না পায় এবং কেউ যাতে জানতে না পারে। কিন্তু মূলত সে তার অহংকার দ্বারা নিজেকে অপমানই করে, মানুষকে সে নিজেই তার গোপনীয় বিষয়ের দিকে পথ দেখায়। কারণ, সে যখন নিজেকে বড় করে দেখায়, তখন মানুষ তার বাস্তব অবস্থা জানার জন্য তার সম্পর্কে গবেষণা করতে আরম্ভ করে, তার কোথায় কি আছে-না আছে তা অনুসন্ধান করতে থাকে। তখন তার আসল চেহারা প্রকাশ পায়, আসল রূপ খুলে যায়, তার যাবতীয় দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তার অবস্থান সম্পর্কে মানুষ বুঝতে পারে। ফলে মানুষ আর তাকে শ্রদ্ধা করে না, বড় করে দেখে না, তাকে নিকৃষ্ট মনে করে এবং ঘৃণা করে।

একজন অহংকারী ইচ্ছা করলে তার দোষ-গুণগুলো বিনয়, নম্রতা, মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও চুপচাপ থাকার মাধ্যমে গোপন রাখতে পারত, কিন্তু তা না করে অহংকার করার কারণে তার সব গোমর প্রকাশ হয়ে যায়। এ ছাড়াও মানুষ যা পছন্দ করে না তা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা, কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হতে দূরে থাকা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য মিথ্যা দাবি করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে সে তার যাবতীয় দুর্বলতা ও গোপন বিষয়গুলো ধামা-চাপা দিতে পারত। কিন্তু তা না করে সে অহংকার করাতে তার অবস্থা আরও প্রতিকুলে গেল এবং ফলাফল তার বিপক্ষে চলে গেল। তার বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে তার যাবতীয় অপকর্ম মানুষ জানতে পারল।

চার. অহংকারী যেভাবে অহংকারের সুযোগ পায়:

কতক লোকের অধিক বিনয়ের কারণে অহংকারীরা অহংকারের সুযোগ পায়।

অহংকারীরা যখনই কোনো সুযোগ পায়, তা তারা কাজে লাগাতে কার্পণ্য করে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, কিছু লোক এমন আছে, যারা বিনয় প্রকাশ করতে

গিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করে, তারা নিজেদের খুব ছোট মনে করে, নিজেকে যে কোনো প্রকার দায়িত্ব আদায়ের অযোগ্য বিবেচনা করে এবং যে কোনো ধরনের আমানতদারিতা রক্ষা করতে সে অক্ষম বলে দাবি করে, তখন অহংকারী চিন্তা করে, এরা সবাইতো নিজেদের অযোগ্য ও আমাকে যোগ্য মনে করছে, প্রকারান্তরে তারা সবাই আমার মর্যাদাকে স্বীকার করছে, তাহলে আমিই এসব কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আমিতো তাদের সবার নেতা। শয়তান তাকে এভাবে প্রলোভন দিতে ও ফুঁসলাতে থাকে, আর লোকটি নিজে নিজে ফুলতে থাকে। ফলে এখন সে অহংকারবশতঃ আর কাউকে পাত্তা দেয় না এবং সবাইকে নিকৃষ্ট মনে করে, আর নিজেকে যোগ্য মনে করে।

পাঁচ. মানুষকে মূল্যায়ন করতে না জানা:

অহংকারের অন্যতম কারণ হলো, মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড নির্ধারণে ত্রুটি করা। যার কারণে তুমি দেখতে পারবে, যারা ধনী ও পদমর্যাদার অধিকারী তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, যদিও তারা পাপী বা অপরাধী হয়। অন্যদিকে একজন পরহেযগার, মুত্তাকী ও সৎলোক- তার ধন সম্পদ ও পদমর্যাদা না থাকাতে সমাজে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না এবং লোকেরা তাকে মূল্যায়ন করে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে, একজন মানুষকে কিসের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তাকে কিসের ভিত্তিতে অবমূল্যায়ন ও পিছনে ফেলে রাখা হবে।

সাহাল ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟» قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا».

"একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কী বল, তারা উত্তরে বলল, লোকটি যদি কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হয়, যদি কারো বিষয়ে সুপারিশ করে, তাহলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, আর যদি কোনো কথা বলে, তার কথা শোনা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শোনে চুপ করে থাকবেন। একটু পর অপর একজন দরিদ্র মুসলিম ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে মতামত দাও! তারা বলল, যদি সে প্রস্তাব দেয়, তাহলে তার প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া হয় না, আর যদি সে কারো বিষয়ে সুপারিশ করে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না, আর যদি সে কোনো কথা বলে তার কথায় কান দেওয়া হয় না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যমীন ভরপুর যত কিছু আছে, তার সবকিছু হতে এ লোকটি উত্তম।"[৮]

ছয়. আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে অন্যদের নি'আমতের সাথে তুলনা করা ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়া:

কিবির বা অহংকারের অন্যতম কারণ হলো, একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যেসব নি'আমত দান করেছেন, সেসব নি'আমতকে ঐ লোকের সাথে তুলনা করা যাকে আল্লাহ তা'আলা কোনো হিকমতের কারণে ঐসব নি'আমতসমূহ দেননি। তখন সে মনে করে, আমিতো ঐসব নি'আমতসমূহ লাভের যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি, তাই আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার যোগ্যতার দিক বিবেচনা করেই নি'আমতসমূহ দান করেছেন। ফলে সে নিজেকে সবসময় বড় করে দেখে এবং অন্যদের ছোট করে দেখে ও নিকৃষ্ট মনে করে। অন্যদেরকে সে মনে করে তারা নি'আমত লাভের উপযুক্ত নয়, তাদের যদি যোগ্যতা থাকতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের অবশ্যই নি'আমতসমূহ দান করতেন।

---

৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৯১।

আসক্তি

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

আসক্তি

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১১০/- (একশত দশ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-97888-0-5

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা/৭

আসক্তি (شهوة) এর পরিচয়/৯

আসক্তি সৃষ্টির কারণ/১০

নিষিদ্ধ আসক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ/১৩

আসক্তির সাথে কী ধরনের আচরণ করবে?/১৮

আসক্তির চিকিৎসা/৩৯

পবিত্র লোকদের ঘটনা/৫৪

পরিশিষ্ট/৬৬

অনুশীলনী/৬৮

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'আসক্তি'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

আসক্তি ও আসক্তির আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কথা বলা বর্তমান যুগে প্রতিটি নর-নারীর জন্য অতি জরুরি। কারণ, বর্তমানে আসক্তি-উত্তেজনা ও এর প্রভাব এতই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের দেশ ও সমাজ এক অজানা গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারপরও দেশ, জাতি ও সমাজকে পশুত্ব ও পাশবিকতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য এ বিষয়ে জাতিকে সতর্ক করা ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়া একান্ত জরুরী। পুস্তিকাটিতে আসক্তির সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যেমন,

আসক্তিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

আসক্তির পূজা করে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে জড়িত হওয়ার কারণগুলো কী?

আসক্তির চিকিৎসা কী?

যারা এ কিতাবটি তৈরি করতে এবং কিতাবের বিষয়গুলোকে একত্র করতে আমাদের সহযোগিতা করেছেন আমরা তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ যেন তাদেরকে আরও বেশি করে ভালো কাজ করার তাওফীক দান করেন।

হে আল্লাহ! তুমি হালাল দান করে আমাদের হারাম বিমুখ কর, আর তোমার আনুগত্য দ্বারা তোমার অবাধ্যতা থেকে আমাদের হিফাযত কর। আর তোমার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে গাইরুল্লাহ থেকে হিফাযত কর।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

আসক্তি (شهوة) এর পরিচয়

আসক্তি (شهوة) এর আভিধানিক অর্থ:

ইবন ফারেস বলেন, شهوة শব্দটি সীন, হা ও মুতাল হরফ ওয়াও দ্বারা গঠিত একটি আরবী শব্দ। অর্থ: আসক্তি, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা ইত্যাদি। আরবীতে বলা হয়- رجل شهوان، অর্থাৎ, লোকটি প্রলুব্ধ, লোভী ও আকাঙ্খাকারী।[৭৩]

ফাইরুযাবাদী বলেন,

شهي الشئ وشهاه يشهاه شهوةً

এ কথাটি তখন বলা হয়ে থাকে, যখন লোকটি কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, বস্তুটিকে মহব্বত করে, বস্তুটির বিষয়ে তার আগ্রহ থাকে এবং সে বস্তটি কামনা করে।[৭৪]

আসক্তি (شهوة) এর পারিভাষিক অর্থ:

পরিভাষায় আসক্তি এর একাধিক অর্থ আছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ দু'একটি অর্থ এখানে আলোচনা করব।

এক. এটি মানুষের দৈহিক একটি স্বভাব যার ওপর ভিত্তি করেই মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানব সৃষ্টির রহস্য, মহান উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য সাধিত হয়।

দুই. আসক্তি হলো নারী ও পুরুষের সংসার করার আগ্রহ।

তিন. কোনো বস্তুর প্রতি অন্তরের চাহিদা।

---

৭৩ মু'জামু মাকাইসুল-লুগাহ ৩/১৭১।

৭৪ লিসানুল আরব ১৪/৪৪৫।

আসক্তি সৃষ্টির কারণ

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ অর্জনে যাতে সহযোগিতা লাভ করতে পারি, সেজন্য আল্লাহ আমাদের মধ্যে আসক্তি ও কামনা-বাসনাকে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়াও তিনি আমাদের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা ও তা ভোগ করার চাহিদা সৃষ্টি করেছেন। মূলত এটি মহান আল্লাহর অনেক বড় নি'আমত। দুনিয়াতে বেঁচে থাকা এবং দৈহিক ক্ষমতা সচল রাখার জন্য খাদ্য-পানীয় আমাদের অপরিহার্য, খাদ্য পানীয় ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে বিবাহ করা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে-মিশে ঘর-সংসার করাও একটি বড় নি'আমত। বিবাহ দ্বারা বংশ পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। মহান আল্লাহ আমাদের যেসব কর্ম ও ইবাদাত-বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের শক্তি দ্বারা তা পালন করতে পারি, তাহলে আমরা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভে সক্ষম হব এবং আমরা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষ নি'আমত দান করেছেন এবং দুনিয়াতে তাদের সৌভাগবান করেছেন। আর যদি আমরা আমাদের আসক্তির পূজা করি এবং যেসব কর্ম আমাদের ক্ষতির কারণ হয় তা করতে থাকি, যেমন- হারাম খাওয়া, অন্যায়ভাবে উপার্জন করা, অপচয় করা, আমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করা ইত্যাদি, তাহলে আমরা আল্লাহর দরবারে যালিম ও অন্যায়কারী হিসেবে পরিগণিত হব। আমরা কখনই আল্লাহর নি'আমতের কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে বিবেচিত হব না।"[৭৫]

মূলত আসক্তি কোনো খারাপ কিছু নয়, তবে তার ব্যবহারের কারণে তা ভালো ও খারাপে পরিণত হয়। যদি একে বৈধ, ভালো ও কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তা অবশ্যই ভালো এবং প্রসংশনীয়, আর তা না করে যদি তাকে খারাপ ও মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তা অবশ্যই খারাপ বলে বিবেচিত হবে।

---

৭৫ আল-ইস্তেকামাহ ১/৩৪১-৩৪২।

এতে আরও বড় হিকমত হলো, যদি মানুষের মধ্যে আসক্তি না থাকত, তাহলে সে কখনই বিবাহ করত না, সন্তান লাভের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ থাকত না এবং সন্তানের চাহিদা থাকত না। ফলে আল্লাহর মানব সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য তা হাসিল হত না এবং তার প্রতিফলন ঘটতো না। এ কারণে বলা চলে, আমাদের সৃষ্টির বিশেষ হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা হলো মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক আসক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব। অন্যথায় আমরা টিকে থাকতে পারতাম না, আমাদের বংশ-পরিক্রমা ও তার ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যেত এবং দুনিয়ার স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হত। কিন্তু আসক্তির চাহিদা কখনও কখনও মানবজাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে এবং তাদের বিপর্যয় ডেকে আনে।

আর সৃষ্টির বিষয়ে আল্লাহর চিরন্তন পদ্ধতি হলো, তিনি বিভিন্ন হিকমত ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাদের সৃষ্টি করেন। আর তা হচ্ছে, দুনিয়াতে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। আর পরীক্ষার বিশেষ অংশ হলো মহান আল্লাহ আমাদের কামনা-বাসনা ও আসক্তির চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন,যাতে তিনি পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে পারেন কে আল্লাহর অনুগত বান্দা, আর কে অবাধ্য। তিনি আরও স্পষ্ট করেন কে আল্লাহর পবিত্র বান্দা, আর কে অপবিত্র ও অপরাধী।

মালেক ইবন দীনার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "দুনিয়ার জীবনের চাহিদা যার নিকট প্রাধান্য পায়, শয়তান তাকে আল্লাহর আশ্রয় হতে দূরে সরিয়ে দেয়।"[৭৬]

হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

رُبَّ مَسْتُورٍ سَبَتْهُ شَهْـوَةً * فَتَعَـرَّى سِتْـرَهُ فَانْتُهِكَا

صَاحِبُ الشَّهْوَةِ عَبْدٌ فَإِذَا * غَلَبَ الشَّهْوَةَ صَارَ الْمَلِكَا

"অনেক আত্মগোপনে থাকা মানুষকে তার আসক্তি বন্দী করে ফেলে। অতঃপর যখন সে গোপন পর্দা খুলে যায় তখন তা আবরণ শূন্য হয়ে পড়ে। আসক্তির পূজারী হলো একজন দাস কিন্তু যখন সে তার আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তখন সে সত্যিকার বাদশাহ'য় পরিণত হয়।"[৭৭]

---

৭৬ হিলয়াতুল আওয়িয়া ২/৩৬৫, যাম্মুল হাওয়া (২২)।

৭৭ হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৬৫, যাম্মুল হাওয়া (২২)।

দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় চাহিদা হলো নারী। এ কারণে মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে নারীদের কথা প্রথমে আলোচনা করেন। তিনি মানব জাতিকে জানিয়ে দেন যে, নারীদের ফিতনা সর্বাধিক মারাত্মক, ক্ষতিকর এবং সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে এর প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভয়াবহ। তিনি বলেন,

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾ [آل عمران : ١٤]

"নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]

উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ».

"আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য অধিক ক্ষতিকর নারীদের চেয়ে খারাপ কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।"[৭৮]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ».

"তোমরা দুনিয়ার বিষয়ে সতর্ক থাক এবং তোমরা নারীদের বিষয়ে সতর্ক থাক। কারণ, বনী ইসরাঈলদের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের বিষয়ে।"[৭৯]

---

৭৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪০।

৭৯ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪২।

নিষিদ্ধ আসক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কারণসমূহ

প্রথম: ঈমানের দুর্বলতা

ঈমান হলো মুমিনের আত্মরক্ষার হাতিয়ার; ঈমানই মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় দূর্গ ও আশ্রয়স্থল যা তাকে খারাপ, মন্দ, ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যখন কোনো মানুষ আল্লাহর আনুগত্য হতে দূরে সরে যায়, তখন তার ঈমান দুর্বল হয় এবং সে আল্লাহর নাফরমানী করার সাহস পায়। এ কারণেই কোনো কোনো মনীষী বলেন, "তিনটি জিনিস তাকওয়ার নিদর্শন। এক- শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খারাপ আসক্তির চাহিদাকে ছেড়ে দেওয়া। দুই- নফসের বিরোধিতা করে নেক আমলসমূহ পালন করা। তিন- নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতকে তার হকদারের নিকট পৌঁছে দেওয়া।"[৮০] এ তিনটি কাজ যে ব্যক্তি করবে তা প্রমাণ করে যে, লোকটির মধ্যে ঈমান ও দীনদারি আছে। কারণ, তার সামনে হারাম কাজ অপেক্ষমাণ কিন্তু সে কেবল আল্লাহর ভয়ে তা হতে বিরত থাকছে। সে তার নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে স্বীয় আত্মাকে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে বাধ্য করছে। তার শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমানতের খেয়ানত করেনি। অন্যের আমানতকে প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছে দিয়েছে।

দ্বিতীয়: অসৎ সঙ্গ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

"মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।"[৮১]

---

৮০ হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/৩৯৩।

৮১ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৩৩; তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৭৮। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে

এমন অনেক অপরাধ ও অপকর্ম আছে যা মানুষকে তার অসৎ সঙ্গীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

একজন সতের বছরের যুবক তার জীবনে প্রথম অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে বলল, "আমি প্রথমে আমার এক বন্ধুর বাসায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সেখানে নিষিদ্ধ সিনেমা দেখি। আমি তার কামরায় অবস্থান করলে সে একটি ভিডিও ফিল্ম চালালে আমি তার সাথে বসে তা দেখতে থাকি। এ ছিল আমার জীবনের সর্বপ্রথম অপরাধ।"

আল্লাহ তা'আলা নোংরামি, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে নিষেধ করেন এবং বেহায়াপনা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন,

﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلَّا مَن ظُلِمَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨﴾ [النساء : ١٤٨]

"মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো ওপর যুলুম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।"

[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৪৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَيْسَ المؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّان وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ».

"মুমিন কখনও দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।"[৮২]

তৃতীয়: দৃষ্টির হিফাযত করা

মানুষের দৃষ্টি হলো ইবলিসের বিষাক্ত হাতিয়ার। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন,

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠﴾ [النور : ٣٠]

হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮২ তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৭৭। আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"

[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০]

চতুর্থ: বেকারত্ব

বেকারত্ব যুবকদের হারাম কাজের দিকে নিয়ে যায়। তারা খারাপ, অন্যায় ও অশ্লীল কাজের ছক আঁকতে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা শুধু খারাপ চিন্তাই করতে থাকে। ভালো কোনো চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করে না। ফলে সে এমন খারাপ অভ্যাসের অনুশীলন করতে থাকে, যা তার জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

মানবাত্মা যখন আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় করবে না তখন সে অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানীতে সময় নষ্ট করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বাণীতে এ কথাটিই বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ».

"এমন দু'টি নি'আমত আছে, যে দু'টোতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।"[৮৩]

বেকারত্ব একটি বড় মুসীবত এবং আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতি যদি মানুষ কোনো ভালো কাজে ব্যস্ত না থাকে।

পঞ্চম: নিষিদ্ধ কাজে শৈথিল্য

মেয়েদের প্রতি তাকানো ও তাদের সাথে সংমিশ্রণ মানুষকে অশ্লীল কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ প্রথম যখন একজন মানুষ কোনো মেয়ের সাথে কথা-বার্তা বলে ও তার দিকে তাকায় তখন তার খারাপ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

---

৮৩ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১২।

কিন্তু ধীরে ধীরে তার অবনতি হতে থাকে এবং তা বড় আকার ধারণ করে। ছোট হারাম বা ছোট গুনাহের প্রতি শৈথিল্য তাকে বড় হারাম বা কবীরা গুনাহের দিক নিয়ে যায়।

অনেক পরিবার এমন আছে, যারা চাকরানিকে তাদের যুবক ছেলের সাথে মিশতে কোনো বাধা দেয় না, কিন্তু পরবর্তীতে (যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন) তারা লজ্জায় নিজের আঙ্গুল নিজেই কামড়াতে থাকে।

আবার অনেক পরিবার এমন আছে যারা তাদের মেয়েদেরকে একাকী ড্রাইভারের সাথে ছেড়ে দেয়। শেষে তা-ই ঘটে যা তুমি কোনো দিন চিন্তাই করতে পারনি!

এ ধরনের অনেক ঘটনাই আমাদের শৈথিল্যের কারণে সমাজে সংঘটিত হচ্ছে, যা একজন মানুষকে মহা বিপদ ও ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করে।

ষষ্ট: যৌন উত্তেজক বস্তুর সাথে উঠাবসা করা

হারাম বা নিষিদ্ধ কাজে একজন মানুষ তখনই লিপ্ত হয়, যখন বিভিন্ন ধরনের যৌন উত্তেজক কাজের সাথে তার সংশ্রব থাকে। এ কারণেই শরী'আত রাস্তার মাঝে বসা হতে নিষেধ করে। কারণ, রাস্তায় বসলে বিভিন্ন ধরনের নোংরা দৃশ্য দেখার আশঙ্কা থাকে যেগুলো মানুষের যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে এবং অপকর্মের দিক উৎসাহ যোগায়।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟، قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ».

"তোমরা রাস্তার মাঝে বসা থেকে বিরত থাক। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। তাদের কথার উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৩

নিফাক

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা
ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

নিফাক

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১১০/- (একশত দশ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-9-7

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা/ ৭

নিফাকের পরিচয়/ ৮

নিফাকের প্রকার/ ৯

কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকদের চরিত্র/১৬

নিফাক থেকে বাঁচার উপায়/৫২

মুনাফিকদের বিষয়ে একজন মুসলিমের অবস্থান/৫৮

পরিশিষ্ট/ ৬৫

অনুশীলনী/ ৬৬

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾
[الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ 'নিফকা' নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মুনাফেকী বা কপটতা হলো এমন একটি কঠিন ব্যাধি যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক ক্ষতিকর। মুনাফেকী বা কপটতা মানুষের অন্তরের জন্য এত ক্ষতিকর যে, তা মানুষের অন্তরকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়, যার ফলে একজন মানুষ দুনিয়াতে ঈমান হারা হয় এবং দুনিয়া থেকে তাকে বেঈমান হয়ে চির বিদায় নিতে হয়। মানুষের অন্তর নষ্ট করার জন্য মুনাফেকীর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কোনো কিছুই হতে পারে না। একজন মানুষ কখনই মুনাফেকীকে পছন্দ করে না। কিন্তু তারপরও তাকে তার অজান্তে মুনাফেকীতে আক্রান্ত হতে হয়। বিশেষ করে 'নিফাকে আমলী' বা ছোট নিফাক এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ মুনাফেকীকে প্রতিহত করতে অক্ষম বা মুনাফেকী হতে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য অসম্ভব। যারা মুনাফেকীকে হালকা করে দেখে বা নিফাক হতে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা কম করে তারাই মুনাফেকীতে আক্রান্ত হয়। নিফাক মানুষের যাবতীয় ভালো ও প্রশংসনীয় গুণকে ছিনিয়ে নেয় এবং ঘৃণার পাত্রে পরিণত করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা, তাদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের তৎপরতা তুলে ধরে একটি সূরা নাযিল করেন। আমরা এ কিতাবে নিফাকের সংজ্ঞা, প্রকার, মুনাফিকদের চরিত্র ও নিফাক থেকে বাঁচার উপায়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করব। যারা এ কিতাব লিখতে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে তা প্রকাশে অংশগ্রহণ করেছেন আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

নিফাকের পরিচয়

নিফাকের আভিধানিক অর্থ:

(نَفَقٌ) নূন, ফা ও কাফ বর্ণগুলোর সমন্বয়ে গঠিত শব্দটি অভিধানে দু'টি মৌলিক ও বিশুদ্ধ অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথম অর্থ দ্বারা কোনো কিছু বন্ধ হয়ে যাওয়া ও দূরীভূত হওয়াকে বুঝায়, আর দ্বিতীয় অর্থ দ্বারা কোনো কিছুকে গোপন করা ও আড়াল করাকে বুঝায়।

নিফাক শব্দটি (اَلنَّفَقُ) শব্দ হতে নির্গত। (اَلنَّفَقُ) "জমির অভ্যন্তরে বা ভূ-গর্ভের গর্ত যে গর্তে লুকানো যায়, গোপন থাকা যায়। আর নিফাককে নিফাক বলে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে: মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফুরীকে লুকিয়ে রাখে বা গোপন করে।[১৪০]

নিফাক একটি শরঈ পরিভাষা। নির্ধারিত অর্থে আরব জাতি একে চিনে না, যদিও আরবী ভাষায় এর মূল বিদ্যমান।

পরিভাষায় নিফাক:

নিজেকে ভালো বলে প্রকাশ করা আর অন্তরে খারাবী ও অন্যায়কে গোপন করা।

ইবন জুরাইজ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুনাফিক বলা হয়, যার কথা তার কাজের বিপরীত, সে যা প্রকাশ করে অন্তর তার বিপরীত, তার অভ্যন্তর বাহির হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তার প্রকাশভঙ্গি বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক।[১৪১]

---

১৪০ দেখুন: লিসানুল আরব ১০/৩৫৭; আরো দেখুন, মুজামু মাকায়িসুল লুগাহ ৫/৪৫৫।

১৪১ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ১/১৭২।

নিফাকের প্রকার

নিফাক দুই প্রকার: এক. বড় নিফাক, দুই. ছোট নিফাক।

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিফাক কুফুরীর মতোই। এ কারণেই অধিকাংশ সময়ে বলা হয়ে থাকে, কোনো কুফর আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় আবার কোনো কুফর আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। অনুরূপভাবে নিফাকও দু ধরনের: কিছু আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, তাকে বলা হয়, নিফাকে আকবর বা বড় নিফাক। আর কিছু আছে তা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না, তাকে বলা হয় নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক।[১৪২]

এক. নিফাকে ই'তেক্বাদী বা বড় নিফাক:

বড় নিফাক বা নিফাকে আকবর হলো, মুখে ঈমান ও ইসলামকে প্রকাশ করা আর অন্তরে কুফরকে গোপন রাখা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ প্রকারের নিফাকই ছিল। কুরআনে করীম এ প্রকারের মুনাফিকদের কাফির বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের নিন্দা করে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, এ ধরনের মুনাফিক জাহান্নামের একেবারেই নিচের স্তরে অবস্থান করবে এবং তারা চির জাহান্নামী হবে। তারা কখনই জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

আল্লামা ইবন রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিফাকে আকবর হলো, একজন মানুষ-আল্লাহ, তার ফিরিশতা ও রাসূলগণ, আখেরাত দিবস এবং আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান প্রকাশ করা আর অন্তরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রতিটির প্রতি ঈমানের পরিপন্থী অথবা যে একটির প্রতি ঈমানের পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা।"[১৪৩]

ফকীহগণ মুনাফিকদের ক্ষেত্রে যিন্দীক শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন।

---

১৪২ মাজমুউল ফতাওয়া ৭/৫২৪।

১৪৩ জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যিন্দীকের দল, তারা হলো এমন লোক যারা ইসলাম ও রাসূলগণের আনুগত্য প্রকাশ করে এবং কুফর, শির্ক, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিদ্বেষকে গোপন করে। তারা অবশ্যই মুনাফিক এবং তারা জাহান্নামের সর্বনিম্নে অবস্থান করবে। আর তাতেই তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"[১৪৪]

দুই. নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাক:

নিফাকে আমলী হলো, যাদের অন্তরে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস আছে এবং তাদের আকীদা সঠিক, তবে গোপনে দীনি আমলসমূহের ওপর আমল করাকে ছেড়ে দেয়, আর প্রকাশ করে যে, সে আমল করে যাচ্ছে। এ ধরনের নিফাককে নিফাকে আমলী বা ছোট নিফাক বলে।

আল্লামা ইবন রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক হলো, আমলের নিফাক। অর্থাৎ কোনো মানুষ নিজেকে নেককার বলে প্রকাশ করা আর অন্তরে এর পরিপন্থী বিষয়কে গোপন করা।"[১৪৫]

একজন মুসলিমের অন্তরে সে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও নিফাকে আসগর বা ছোট নিফাক একত্র হতে পারে। তাতে তার ঈমান নষ্ট হবে না। যদিও এটি কবিরা গুনাহসমূহের অন্যতম। কিন্তু নিফাকে আকবর বা বড় নিফাক ঈমানের সাথে একত্র হতে পারে না।

কিন্তু যখন কোনো মানুষের অন্তরে নিফাকে আসগর প্রগাঢ় ও মজবুত হয়ে গেঁথে বসে, তখন তা কখনও বান্দাকে বড় নিফাকের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে দীন থেকে পরিপূর্ণ রূপে বের দেয়।

আর নিফাকে আমলী বান্দাকে চির জাহান্নামী করে না, বরং তার বিধান অন্যান্য কবিরা গুনাহকারীর মতোই। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর যদি তিনি চান তাকে তার গুনাহের কারণে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

---

১৪৪ ত্বরীকুল হিজরাতাইন পৃ. ৫৯৫।

১৪৫ জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

দীনের মধ্যে নিফাকের ধরণ:

দীনের বিষয়ে মুনাফেকি দুই ধরনের হতে পারে: এক- মৌলিক, দুই- আকস্মিক সংঘটিত।

মৌলিক নিফাক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে নিফাকের পূর্বে সত্যিকার ইসলাম ছিল না বা ইসলাম অতিবাহিত হয়নি। অনেক মানুষ আছে যারা দুনিয়ার ফায়েদা লাভ ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেকে মুসলিম বলে আখ্যায়িত করে; মূলতঃ সে তার জীবনের শুরুতেই অন্তর থেকে ইসলামকে গ্রহণ করেনি ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেনি। সুতরাং এ লোকটি তার জীবনের শুরু থেকেই একজন খাঁটি মুনাফিক, যদিও সে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে বা মুসলিম সমাজে বসবাস করে।

আবার অনেক লোক এমন আছে যারা সত্যিকার অর্থে মুসলিম, ঈমানে তারা সত্যবাদী। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ ও মুসীবত যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, তাতে তারা সফলকাম হতে পারেনি এবং ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে ইসলামের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয় এবং তারা ইসলাম হতে মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের ওপর মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করা হবে।

আবার অনেক মানুষ আছে তারা দুনিয়ার কোনো সুবিধা যা মুসলিম থাকলে লাভ করত সে তা হতে বঞ্চিত হবে- এ আশংকায় সে তার মুরতাদ হওয়াকে গোপন রাখে। আর মুসলিম সমাজেই মুসলিম নামে বসবাস করে। সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় না যে, আমি একজন মুরতাদ। বরং যখন কোনো সুযোগ পায় তখন ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করে এবং বিদ্বেষ ছড়ায়। এ ধরনের মুনাফিক আমাদের সমাজে অনেক রয়েছে। তারা ইঁদুরের মতো মুসলিমদের সমাজে আত্মগোপন করে আছে। যখনই সুযোগ পায় ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি করতে কার্পণ্য করে না। আর সবসময় তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

নিফাক থেকে ভয় করা

সাহাবীগণ এবং তাদের পর সালফে সালেহীন নিফাককে কঠিনভাবে ভয় করতেন। এমনকি আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন

সালাতে তাশাহহুদ পড়ে শেষ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট নিফাক হতে পরিত্রাণ কামনা করতেন এবং তিনি বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তার অবস্থা দেখে একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«وَمَا لَكَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنْتَ وَالنِّفَاقَ؟ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، دَعنَا عَنْكَ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُقْلَبُ عَنْ دِيْنِه فِي السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، فَيُخلَعُ مِنْهُ».

"কি ব্যাপার হে আবু দারদা! তুমি নিফাককে এত ভয় কর কেন? তখন তিনি বললেন, আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও, আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, একজন লোক মুহূর্তের মধ্যেই তার দীনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ফলে সে দীন হতে বের হয়ে যায়।"[১৪৬]

বড় বড় সাহাবীরাও নিফাককে ভয় করত। হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিফাককে ভয় করার ঘটনা আমাদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই তার ঘটনার বর্ণনা দেন।

لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى

---

১৪৬ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/৩৮২। আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ।

فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً».

"একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে আমার সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে বললেন, হে হানযালা তুমি কেমন আছ? আমি উত্তরে তাকে বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! আমার কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কী বল? তখন আমি বললাম, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে থাকি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করেন তখন আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখতে পাই। আর যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হই তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমাদের অবস্থাও তোমার মতোই। তারপর আমি ও আবু বকর উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা কীভাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি তখন আপনি আমাদের জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমাদের অবস্থা এমন হয় যেন আমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখছি! আর যখন আমরা আপনার দরবার হতে বের হই এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হই, তখন আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমার নিকট থাকাবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থা যদি তোমাদের সবসময় থাকতো তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় ও চলার পথে সরাসরি মুসাফাহা করত। তবে হে হানযালা! কিছু সময় এ অবস্থা হবে, আবার কিছু সময় অন্য অবস্থা হবে।"[১৪৭] (এ নিয়ে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এতে একজন মানুষ মুনাফিক হয়ে যায় না।)

হাদীসে 'হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মুনাফিক হয়ে গেছে' এ কথার অর্থ হলো, তিনি আশংকা করেন যে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ, তিনি দেখলেন

---

১৪৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫০।

যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে তার অবস্থার যে ধরন হয়ে থাকে, সেখান থেকে উঠে চলে গিয়ে যখন স্ত্রী, সন্তান, পারিবারিক কাজ ও দুনিয়াদারিতে লেগে যান, তখন তার অবস্থা আর ঐ রকম থাকে না। হানযালা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এ দ্বৈত অবস্থাকেই মুনাফেকী বলে আখ্যায়িত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দেন যে, এ তো কোনো নিফাক নয়, আর মানুষ সর্বদা একই অবস্থার ওপর থাকার বিষয়ে দায়িত্বশীল নয়। কিছু সময় এক রকম থাকবে আবার কিছু সময় অন্য রকম থাকবে এটাই স্বাভাবিক।[১৪৮]

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«دُعِيَ عُمَرُ، لِجِنَازَةٍ، فَخَرَجَ فِيهَا أَوْ يُرِيدُهَا فَتَعَلَّقْتُ بِهِ فَقُلْتُ: اجْلِسْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ أي: من المنافقين، فَقَالَ: «نَشَدْتُكَ اللهَ أَنَا مِنْهُمْ» ، قَالَ: «لَا وَلَا أُبَرِّئُ أَحَدًا بَعْدَكَ».

"একবার 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে একটি জানাযায় হাযির হতে দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অথবা বের হওয়ার ইচ্ছা করেন। আমি তার পিছু নিয়ে তাকে বললাম! হে আমিরুল মুমিনীন আপনি বসুন! কারণ, আপনি যে লোকের জানাযায় যেতে চান সে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি! তুমি বলতো আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বললেন, না। তোমার পর আমি আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা করব না।"[১৪৯]

ইবন আবি মুলাইকা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই নিজের নফসের ওপর নিফাকের আশংকা করতেন। তাদের কেউ একথা বলেননি যে, তার ঈমান জিবরীল বা মিকাইলের ঈমানের মতো মজবুত।[১৫০]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহর শপথ, কাওমের লোকদের অন্তরসমূহ ঈমান ও বিশ্বাস এবং নিফাকের কঠিন ভয়ে ভরে গেছে। তাদের

১৪৮ শরহে নববী 'আলা মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭।

১৪৯ ইবন আবি শাইবা এটি বর্ণনা করেছেন, আল-মুসান্নাফ ৮/৬৩৭।

১৫০ সহীহ বুখারী ১/২৬।

ছাড়া অনেক এমন আছে যাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করেনি। অথচ তারা দাবি করে যে, তাদের ঈমান জিবরীল ও মিকাইলের ঈমানের মতো।"[১৫১]

তাদের উল্লিখিত উক্তির অর্থ এই নয় যে, তারা ঈমানের পরিপন্থী আসল নিফাক বা বড় নিফাককে ভয় করছে। বরং তারা ভয় করছে ঈমানের সাথে যে নিফাক একত্র হতে পারে তাকে। অর্থাৎ ছোট নিফাক। সুতরাং এ নিফাকের কারণে সে মুনাফিক মুসলিম হবে, মুনাফিক কাফির হবে না।[১৫২]

কুরআন ও হাদীসে মুনাফিকদের চরিত্র

কুরআনে করীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অসংখ্য জায়গায় মুনাফিকদের আলোচনা এসেছে। তাতে তাদের চরিত্র ও কর্মতৎপরতা আলোচনা করা হয়েছে। আর মুমিনদেরকে তাদের থেকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তাদের চরিত্র মুমিনরা অবলম্বন না করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের নামে একটি সূরাও নাযিল করেন। মুনাফিকদের চরিত্র:

১. মুনাফিকদের অন্তর রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠]

"তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ, তারা মিথ্যা বলত।"

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সন্দেহ, সংশয় ও প্রবৃত্তির ব্যাধি তাদের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে, ফলে তাদের অন্তর ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাদের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও নিয়তের ওপর খারাপ ও নগ্ন মানসিকতা প্রাধান্য বিস্তার করছে। ফলে তাদের অন্তর একেবারে ধ্বংসের উপক্রম। বিজ্ঞ ডাক্তাররাও এখন তার চিকিৎসা দিতে অক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًاۖ﴾

"তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।"[১৫৩]

---

১৫৩ মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৪৯।

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৪

ঝগড়া-বিবাদ

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৪
ঝগড়া-বিবাদ

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	আগস্ট ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১০৫/-(একশত পাঁচ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-8-0

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা/৭

ঝগড়া বিবাদ-এর পরিচয়/৯

কুরআন নিয়ে জিদাল করার অর্থ/১০

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের স্বভাবের সাথে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত/১২

ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণসমূহ/১৯

বিতর্কের শর্তাবলী/২১

বিতর্কের প্রকারভেদ/২৮

নিন্দনীয় ঝগড়া ও বিতর্কের ক্ষতি/৫৬

আলেমদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ/৬২

পরিশিষ্ট/৬৪

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'ঝগড়া-বিবাদ'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

ঝগড়া-বিবাদ এমন একটি কঠিন ব্যাধি ও মহা মুসিবত, যা মানুষের অন্তরকে করে কঠিন আর জীবনকে করে ক্ষতি ও হুমকির সম্মুখীন। উলামায়ে কিরাম এর ক্ষতির দিক বিবেচনার বিষয়টি সম্পর্কে উম্মতদের সতর্ক করেন এবং এ নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি করেন। এটি এমন একটি দুশ্চরিত্র যাকে সালফে সালেহীনগণ খুব ঘৃণা করতেন এবং এ থেকে অনেক দূরে থাকতেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, "একজন কুরআন ওয়ালা বা জ্ঞানীর জন্য যে ঝগড়া করে তার সাথে ঝগড়া করা অনুরূপভাবে কোনো মূর্খের সাথে তর্ক করা কোনোক্রমেই উচিৎ নয়। তার জন্য উচিৎ হলো, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করা।"[২১৫]

ইবরাহীম নখ'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সালফে সালেহীন ঝগড়া-বিবাদকে অধিক ঘৃণা করতেন।"[২১৬]

তবে এ বিষয়ে প্রথমে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা অপরিহার্য।

এক. ঝগড়া-বিবাদ বলতে আমরা কী বুঝি?

দুই. উলামায়ে কিরাম কেন ঝগড়া-বিবাদকে অধিক ঘৃণা করেন?

তিন. প্রসংশনীয় বিবাদ আর নিন্দনীয় বিবাদ কোনটি? উভয়টির উদাহরণ কী?

---

২১৫ তাফসীরে কুরতুবী ১/৫৩।

২১৬ তাফসীরে ইবন কাসীর ১/৩১৯।

চার. ঝগড়া-বিবাদ করা কি মানুষের স্বভাবের সাথে জড়িত নাকি তা তার উপার্জন।

এছাড়াও বিষয়টির সাথে আরো বিভিন্ন প্রশ্ন জড়িত। আশা করি এ কিতাবের মাধ্যমে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাব। আমরা চেষ্টা করব সম্মানিত পাঠকদের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওফীক কামনা করি, তিনি যেন আমাদের ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলো করার তাওফীক দেন আর আমাদের ভুলগুলো শুধরিয়ে সঠিক ও কামিয়াবীর পথে পরিচালনা করেন। নিশ্চয় তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশীল ও সক্ষম।

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

ঝগড়া বিবাদ-এর পরিচয়

জিদাল: এর অর্থ হলো, ঝগড়া করা ও কথা কাটাকাটি করা। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করা নিজের কথা সত্য প্রমাণ করা জন্য। এটি হলো, প্রতিপক্ষের সাথে ঝগড়া করা।

মুজাদালাহ: এর অর্থ হলো, বিতর্ক করা তবে সত্য বা সঠিককে প্রকাশ করার জন্য নয়, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য।

যাজ্জাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "জিদাল হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের ঝগড়া ও বিতর্ক।"[২১৭]

কুরতুবী বলেন, "কোনো কথাকে শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রতিহত করাকে জিদাল বলে।"[২১৮]

আর মিরা' শব্দের অর্থ: কেউ কেউ বলেন, জিদাল।[২১৯] যেমন, আল্লামা ত্বাবারী দু'টির অর্থ এক বলেছেন।[২২০] আবার কেউ কেউ বলেন, মিরা' অর্থ হলো, অপরের কথার মধ্যে অপব্যাখ্যা করা। প্রতিপক্ষকে হেয় করা ছাড়া কোনো সৎ উদ্দেশ্য থাকে না।[২২১]

কেউ কেউ বলেন, মিরা' হলো, বাতিলকে সাব্যস্ত করার জন্য আর জিদাল কখনও বাতিলকে সাব্যস্ত করা ও না করা উভয়ের জন্য হয়ে থাকেন।

জিদাল ও মিরা' উভয়ের মধ্যে প্রার্থক্য:

অনেকে বলেন, উভয় শব্দের অর্থ এক। তবে মিরা' হলো নিন্দনীয় বিতর্ক। কারণ, এটি হলো হক প্রকাশ পাওয়ার পরও তা নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করা। তবে জিদাল এ রকম নয়।[২২২]

---

২১৭ যাদুল মাসীর ৪/৯৯।

২১৮ তাফসীরে কুরতুবী ৭/৬৭।

২১৯ ফাতহুল কাদীর ৩/৩০৬।

২২০ তাফসীর ত্বাবারী ৮/৩৪০।

২২১ আত-তা'আরীফ ১/২৬৬।

২২২ আল-ফুরূক আল-লুগাবিয়্যাহ ১/১৫৯।

কুরআন নিয়ে জিদাল করার অর্থ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«المِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌ».

“কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফুরী।”[২২৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন নিয়ে বিবাদ করাকে কুফুরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কুরআন বিষয়ে বিবাদ করার অর্থ কী?

কুরআন বিষয়ে বিবাদের অর্থ: কুরআন বিষয়ে বিবাদের অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা। আর কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা নিঃসন্দেহে কুফর। যদি কোনো ব্যক্তি সন্দেহ করে, যে কুরআন কি আল্লাহর বাণী অথবা কেউ বলে যে, ইহা আল্লাহর মাখলুক সে অবশ্যই কাফির। অনুরূপভাবে যদি যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে যা নাযিল করেছেন, তার কোনো বিধান বা কিছু অংশকে অস্বীকার করার অনুসন্ধানে থাকে, সেও নিঃসন্দেহে কাফির। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এখানে মুজাদালা বা মুমারাত অর্থ সন্দেহ-সংশয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা তাফসীর বিষয়ে বিতর্ক করাকে জিদাল বলা হয় না। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল, কুরআনের এ আয়াতের অর্থ এটি? নাকি এটি? তারপর একাধিক অর্থ হতে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিল। এ ধরনের বিতর্ককে জিদাল বলা হবে না, বরং এ হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণীর মর্মার্থ জানার জন্য পর্যালোচনা করা।

মোটকথা, কুরআন বিষয়ে বিবাদ করাকে কুফর বলে আখ্যায়িত করা তখন হবে যখন কুরআনকে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বীকার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

২২৩ আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৩। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

«اقْرَؤُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

“যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মনোযোগ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। আর যখন তোমাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমরা কুরআন পড়া ছেড়ে দাও।”[২২৪]

এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে:

* যখন তোমরা কুরআনের অর্থ বুঝার মধ্যে মতবিরোধ কর, তখন তোমরা কুরআন নিয়ে আলোচনা ছেড়ে দাও। কারণ, হতে পারে তোমাদের ইখতেলাফ তোমাদেরকে কোনো খারাপ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।
* অথবা হতে পারে এখানে যে নিষেধ করা হয়েছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে খাস।
* অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলার বাণী যে অর্থ বুঝায় বা তোমাদের যে অর্থের দিক নিয়ে যায়, তার ওপর তুমি মনোযোগী হও এবং তাই তুমি গ্রহণ করতে থাক। আর যখন তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে বা সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হবে যা তোমাকে বিবাদের দিকে ঠেলে দেয়, তখন তুমি তা থেকে বিরত থাক। আয়াতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থই গ্রহণ কর এবং অস্পষ্টতা যা বিবাদের কারণ হয় তা ছেড়ে দাও।

বাতিলপন্থীরা কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়গুলো নিয়েই টানাটানি করে এবং ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য তাতেই তারা বিবাদ করে।

‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “এমন কতক লোকের আগমন ঘটবে যারা কুরআনের সংশয়যুক্ত আয়াত নিয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করবে। তোমরা সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত কর। কারণ, যারা সুন্নাত বিষয়ে অভিজ্ঞ তারা আল্লাহর কিতাব বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে।”[২২৫] কেননা সুন্নাত আল্লাহর বাণীর মর্মার্থকে তুলে ধরে এবং কুরআনের ব্যাখ্যা করে।

---

২২৪ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬০।

২২৫ সুনানে দারেমী (১১৯)।

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের স্বভাবের সাথে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

ঝগড়া-বিবাদ করা মানুষের স্বভাবের সাথে জড়িত। প্রাকৃতিকভাবে একজন মানুষ অধিক ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف:٥٤]

"আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।"

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫৪]

অর্থাৎ, সবচেয়ে অধিক ঝগড়াকারী ও প্রতিবাদী, সে সত্যের প্রতি নমনীয় হয় না এবং কোনো উপদেশকারীর উপদেশে সে কর্ণপাত করে না।[২২৬]

আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও তার মেয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাদের উভয়ের দরজায় পাড়ি দিয়ে উভয়কে জিজ্ঞাসা করে বলেন, তোমরা উভয়ে কি সালাত আদায় করনি? আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবনতো আল্লাহর হাতে, তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের জাগাতে পারতেন। আমরা একথা বলার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রকার কালক্ষেপণ না করে ফিরে যান। আমাকে কোনো প্রতি উত্তর করেননি। তারপর আমি শুনতে পেলাম তিনি যাওয়ার সময় তাঁর রানে আঘাত করে বলছেন ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا﴾ "আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী।"[২২৭] অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দ্রুত উত্তর দেওয়া ও ব্যাপারটি নিয়ে কোনো প্রকার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করাতে অবাক হন। এ কারণেই তিনি স্বীয় উরুর উপর আঘাত করেন।

২২৬ তাফসীরে ত্বাবারী ৮/২৪১।

২২৭ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২৭।

তবে এখানে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, তা হলো মানুষ হিসেবে সবার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করার গুণ প্রাকৃতিক হলেও কোনো কোনো মানুষ এমন আছে যার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করার গুণ অন্যদের তুলনায় অধিক বেশি এবং সে ঝগড়া করতে অন্যদের তুলনায় অধিক পারদর্শী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের নিকট রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করার পর কাফিরদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا﴾ [مريم:٩٧]

"আর আমরা তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহপ্রিয় কাওমকে তদ্বারা সতর্ক করতে পার।"

[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৯৭]

এখানে লুদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনর্থক ও অন্যায়ভাবে ঝগড়াকারী, যে সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা আহলে বাতিল সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُون﴾ [الزخرف:٥٨]

"বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।"

[সূরা আয-যুখরফ, আয়াত: ৫৮]

অর্থাৎ ঝগড়ায় তারা পারদর্শী। কোনো কোনো মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ঝগড়া-বিবাদ করার জন্য অধিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন, তার প্রমাণ হলো, কা'আব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস। কা'আব ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন, তখন তিনি তার নিজের বিষয়ে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، .....قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الكَذِبَ، وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ

مِنْ سَخَطِهِ غَدًا، وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي البَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ،....فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: «مَا خَلَّفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ». فَقُلْتُ: بَلَى، إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا،...الحديث

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যত যুদ্ধ করেছেন, একমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে আমি বিরত থাকিনি। তারপর যখন আমার নিকট খবর পৌঁছল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাফেলা নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তখন সব চিন্তা এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলল, তখন আমি মিথ্যার অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আগামী দিন আমি কী অপারগতা দেখিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আক্রোশ থেকে রেহাই পাব! আমি আমার পরিবারের বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের কাছ থেকে মতামত নিতে থাকি।... তারপর যখন আমাকে জানানো হলো, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরত আসছেন তখন আমার থেকে যাবতীয় অনৈতিক ও বাতিল চিন্তা দূর হয়ে গেল। আর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বাঁচার জন্য এমন কোনো কথা বলবো না যার মধ্যে মিথ্যার অবকাশ থাকে। আমি সত্য কথাগুলো আমার অন্তরে গেঁথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন; একজন ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত ব্যক্তির মুচকি হাসির মতো। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আস! আমি পায়ে হেটে তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লাম। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, কোন জিনিস তোমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখল? আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলছি! যদি আমি আপনি ছাড়া দুনিয়াদার কোনো লোকের সামনে বসতাম, তাহলে আমি কোনো একটি

অপারগতা বা কারণ দেখিয়ে তার আক্রোশ ও ক্ষোভ হতে মুক্তি পেতাম। আমাকে এ ধরনের ঝগড়া ও বিবাদ করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে...।"[২২৮]

এখানে হাদীসে কা'আব ইবন মালেকের أُعْطِيتُ جَدَلًا কথাটিই হলো আমাদের প্রামাণ্য উক্তি। এখানে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কথা বলার এমন এক যোগ্যতা, শক্তি ও পাণ্ডিত্য দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আমি আমার প্রতি যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তা হতে অতি সহজেই বের হয়ে আসতে পারতাম। আমি আমাকে আঠা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনে, সেভাবে বের করে আনতে পারতাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর স্বীয় ঘরের দরজায় ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বের হলেন। তারপর তিনি তাদের বললেন,

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا».

"অবশ্যই আমি একজন মানুষ। আর আমার নিকট অনেক বিচার-ফায়সালা এসে থাকে। আমি দেখতে পাই অনেক এমন আছে যারা বিতর্কে তার প্রতিপক্ষের চেয়ে অধিক পারদর্শী। তখন তার কথার পেক্ষাপটে আমার কাছে মনে হয় সে সত্যবাদী। ফলে আমি তার পক্ষে ফায়সালা করে থাকি। তবে আমি যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের হককে কারো জন্য ফায়সালা করে দিই, মনে রাখবে, তা হলো আগুনের একটি খণ্ড! চাই সে তা গ্রহণ করুক অথবা ছেড়ে যাক।"[২২৯]

মানুষের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করার এ গুণটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে এমনকি কিয়ামত কায়েম হওয়ার পরেও মানুষের মধ্যে ঝগড়া করার গুণটি অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾[النحل:١١١]

---

২২৮ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৯।

২২৯ সহীহ বুখারী, হাদীস নং২৪৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৩।

> *"(স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে।"*
>
> *[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১১]*

অর্থাৎ দুনিয়াতে সে যা করেছে, সে বিষয়ে সে ঝগড়া-বিবাদ করবে এবং প্রমাণ পেশ করবে। আর আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে।

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟» قَالَ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ».

"একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি হাসি দিলেন। তারপর তিনি আমাদের বললেন, তোমরা কি জান আমি কী কারণে হাসলাম? আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দা তাঁর রবকে সম্বোধন করে যে কথা বলবে, তার কথা স্মরণ করে আমি হাসছি! সে বলবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে যুলুম থেকে মুক্তি দিবেন না? তখন আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই! তখন বান্দা বলবে, আমি আমার পক্ষে মাত্র একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো, আল্লাহ বলবেন: আজকের দিন তোমার জন্য কিরামান কাতেবীনের অসংখ্য সাক্ষীর বিপরীতে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার মুখে তালা দিয়ে দিবেন এবং তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা কথা বলো! তখন প্রতিটি অঙ্গ তার কর্ম সম্পর্কে বলবে।

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৫

দুনিয়ার মহব্বত

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

দুনিয়ার মহব্বত

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১১০/-(একশত দশ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-7-3

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা/ ৭

দুনিয়ার হাকীকত/১০

দুনিয়া ও ঈমাদার/১৯

দুনিয়ার মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ/২৬

দুনিয়ার মহব্বতের কারণসমূহ/২৯

দুনিয়ার মহব্বতের পরিণতি/৩৩

দুনিয়ার মহব্বতের চিকিৎসা/৫৩

পরিশিষ্ট/ ৬৬

অনুশীলনী/ ৬৮

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'দুনিয়ার মহব্বত'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মনে রাখতে হবে, মানুষের অন্তর হলো, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো, তার অধীনস্থ প্রজা। যখন রাজা ঠিক হয়, তখন তার অধীনস্থ প্রজারাও ঠিক থাকে। আর যখন রাজা খারাপ হয়, তার অধীনস্থ প্রজারাও খারাপ হয়। নোমান ইবন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذا فَسَدتْ فَسَد الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ ٱلْقَلْبُ».

"সাবধান! তোমাদের দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন টুকরাটি ঠিক থাকে তখন সমগ্র দেহ ঠিক থাকে, আর যখন গোশতের টুকরাটি খারাপ হয় তখন তোমাদের পুরো দেহ খারাপ হয়ে যায়, আর তা হলো মানবাত্মা বা অন্তর।"[২৭৩]

মানবাত্মা হলো শক্তিশালী দূর্গের মতো, যার আছে অনেকগুলো দরজা, জানালা ও প্রবেশদ্বার; আর শয়তান হলো অপেক্ষমাণ সুযোগ সন্ধানী শত্রুর মতো, যে সব সময় দূর্গে প্রবেশের জন্য সুযোগ খুঁজতে এবং চেষ্টা করতে থাকে; যাতে দূর্গের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সে নিজেই করতে পারে।

---

২৭৩ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৯।

এ দূর্গকে রক্ষা করতে হলে তার দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহে অবশ্যই পাহারা দিতে হবে। দূর্গের প্রবেশ দ্বারসমূহ রক্ষা না করতে পারলে দূর্গকে রক্ষা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সুতরাং একজন জ্ঞানীর জন্য কর্তব্য হলো তাকে অবশ্যই দূর্গের দরজা ও প্রবেশদ্বারসমূহ চিহ্নিত করে তাতে প্রহরী নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে সে তার স্বীয় দূর্গ-মানবাত্মাকে অপেক্ষমাণ সুযোগ সন্ধানী শত্রু- শয়তান থেকে রক্ষা ও মানবাত্মা থেকে তাকে প্রতিহত করতে পারে। আর শয়তানটি যাতে তার কোনো ক্ষতি ও তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মানবাত্মার জন্য শয়তানের প্রবেশদ্বার অসংখ্য অগণিত; সবগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বলা যেতে পারে: যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কৃপণতা, রাগ, ক্ষোভ, শত্রুতা, খারাপ ধারণা, দুনিয়ার মহব্বত, তাড়াহুড়া করা, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, ঘর-বাড়ী এবং নারী-গাড়ীর মোহে পড়া ইত্যাদি।

আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে এ কিতাবে মানবাত্মার জন্য বিধ্বংসী বিষয়সমূহের আলোচনার ধারাবাহিকতায় শয়তানের প্রবেশদ্বারসমূহ থেকে সর্বশেষটি অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত বিষয়ে আলোচনা করব। দুনিয়ার হাকীকত কী, দুনিয়াতে মুমিনদের অবস্থান ও দুনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্কের মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিৎ, তা এ কিতাবে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে প্রয়াস চালাবো। তারপর দুনিয়ার মহব্বত ও আসক্তির কারণে মানব জীবনে কী কী প্রভাব পড়তে পারে, কী ক্ষতি হতে পারে, তার প্রতিবিধান কী এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তির কারণসমূহ আলোচনা করব।

এ পুস্তিকাটি তৈরি করা ও এটিকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমি কখনোই ভুলবো না।

আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন দুনিয়াকে আমাদের লক্ষ্য না বানান, আমাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায় নির্ধারণ না করেন এবং আমাদের গন্তব্য যেন জাহান্নাম না করেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আরও প্রার্থনা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন কল্যাণ দান করেন এবং আমাদের ক্ষমা করেন। আমীন।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٞ وَلَهۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٞ فِي ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَوۡلَٰدِۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٞۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ ٢٠﴾ [الحديد: ٢٠]

"তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর সেগুলো শুকিয়ে যায়, ফলে আপনি এগুলো পীতবর্ণ দেখতে পান, অবশেষে সেগুলো খড়-কুটোয় পরিণত হয়। আর আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।"

[সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২০]

কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এ আয়াতে ل শব্দটি সম্পর্ক স্থাপনকারী। আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা জেনে রাখ! দুনিয়ার জীবন হলো, নিষ্ফল ও অনর্থক খেলাধুলা এবং আনন্দদায়ক কৌতুক ও বিনোদন। তারপর তা অচিরেই নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে। কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ক্রীড়া ও কৌতুক শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো, খাওয়া ও পান করা। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন হলো কেবলই খাওয়া ও পান করার নাম, এ ছাড়া আর কিছু না। আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই; এখানে উভয় শব্দ তার নিজস্ব অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, শব্দদ্বয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই- দু'টির অর্থ একই। অর্থাৎ সব খেলাধুলাই কৌতুক আবার সব কৌতুকই খেলাধুলা।"[২৭৪]

২৭৪ তাফসীরে কুরতুবী [১৭/২৫৪]

ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনের বিষয়টিকে নিকৃষ্ট ও নগণ্য আখ্যায়িত করে বলেন, ﴿أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ﴾ ﴿وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ﴾ "দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র।" অর্থাৎ দুনিয়াদারদের নিকট দুনিয়ার নির্যাস ও সারসংক্ষেপ এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। যেমন,

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾ [آل عمران:١٤]

"নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।"

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৪]

তারপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনের একটি উপমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দুনিয়ার জীবন হলো সাময়িক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য এবং ক্ষণস্থায়ী নি'আমত, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। তিনি আরও বলেন, দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত হলো, ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾ সেই বৃষ্টির মতো, যে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করতে করতে মানুষ হতাশ হয়, তারপর হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। যেমন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾﴾ [الشورى: ٢٨]

"আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত।"

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ﴾ অর্থাৎ, বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে ও আনন্দ দেয়। যেমনিভাবে বৃষ্টির দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের খুশি করে এবং আনন্দ দেয়, অনুরূপভাবে কাফিরদেরও দুনিয়ার জীবন সাময়িক খুশি করে এবং আনন্দ দেয়। কারণ, তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি সর্বাধিক আসক্ত ও লোভী এবং দুনিয়ার সব মানুষের তুলনায় তারাই দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে।

﴿ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصۡفَرّٗا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمٗاۖ﴾ অর্থাৎ, এরপর উৎপাদিত ফসল শুকিয়ে যায়, তখন তুমি দেখতে পাবে ফসলগুলো হলুদ বর্ণের। অথচ এসব ফসল একটু আগেও তরতাজা ও সবুজ বর্ণের ছিল। তারপর তুমি দেখতে পাবে এ ফসলগুলো সব শুকিয়ে খড়-কুটো ও ধুলায় পরিণত। এটিই হলো দুনিয়ার জীবনের উপমা ও দৃষ্টান্ত, প্রথমে দুনিয়ার জীবনকে আমরা দেখতে পাই সবুজ শ্যামল ও তরতাজা। তারপর ধীরে ধীরে তা দুর্বল হতে থাকে। অতঃপর একটি সময় আসে, তখন সে বুড়ো হয়ে যায়; তার নিজস্ব কোনো শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। একজন মানুষ তার জীবনের শুরুতে তরতাজা ডালের মতো যুবক, কর্মক্ষম ও শক্তিশালী থাকে; তা শক্তি সামর্থ্য বাহাদূরী ও কর্মতৎপরতা মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় এবং মানুষ তাকে দেখে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হতে থাকে, অবস্থার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়; কর্মক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্য লোপ পায় এবং বার্ধক্য তার ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ ও আগ্রাসন চালায়। ফলে সে ধীরে ধীরে একেবারেই নিঃশক্তি, দুর্বল, কুনকুনে বুড়ো হয়ে যায়, এখন আর নড়াচড়া করতে পারে না এবং কোনো কিছুই জয় করতে পারে না, সবকিছু তাকেই জয় করে। যার হুংকারে থরথর করতো মাটি, আজ সে মাটিতেই লোকটি গড়াগড়ি করে, নিজের শরীর থেকে কর্দমাক্ত মাটিগুলো পরিস্কার করার কোনো শক্তি তার নেই। আহ! কী করুণ পরিণতি! কী নিদারুণ এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য! আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾﴾ [الروم: ٥٤]

"আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"

[সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৪]

আর এই দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার জীবন কখনোই চিরস্থায়ী নয়, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়ার জীবন নিঃসন্দেহে শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী যার শুরু আছে শেষ নেই। আখেরাতের জীবনে মানুষ অনন্ত অসীম কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং আখেরাতের অফুরন্ত, অসংখ্য, অগণিত ও চিরস্থায়ী নি'আমতসমূহের প্রতি অগ্রসর হতে তাগিদ ও নির্দেশ দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾

"আর আখেরাতে আছে কঠিন 'আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

অর্থাৎ আসন্ন আখেরাতের জীবনে তোমাদের জন্য কেবলই আছে এটি বা ওটি। অর্থাৎ হয় জাহান্নামের কঠিন 'আযাব অথবা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টি, অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও দণ্ডহীন ক্ষমা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ﴾ "দুনিয়ার জীবন শুধুই ধোঁকার সামগ্রী।" এর অর্থ হলো, যারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে তাদের এ জীবন দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী শুধুই ধোঁকা

দেয়। কারণ, সে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে পড়ে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এ ধারণা করে যে, এ দুনিয়াই তার শেষ গন্তব্য, এ জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং এ দুনিয়ার জীবনের পর কোনো উত্থান নেই। অথচ আখেরাতের চিরস্থায়ী হায়াতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য।[২৭৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا﴾ ٤٥ [الكهف: ٤٥]

"আর আপনি তাদের কাছে পেশ করুন উপমা দুনিয়ার জীবনের: এটা পানির ন্যায় যা আমরা বর্ষণ করি আকাশ থেকে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয় উদ্গত হয়, তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান।"

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৫]

ত্বাবারী রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "সম্পদশালীরা তাদের অধিক সম্পদের কারণে যেন অহংকার না করে এবং ধন-সম্পদের কারণে অন্যদের ওপর অহংকার ও বড়াই করা হতে তারা যেন বিরত থাকে। দুনিয়াদাররা যেন দুনিয়ার দ্বারা ধোঁকায় নিমজ্জিত না হয়। দুনিয়ার দৃষ্টান্ত শস্য-শ্যামল, সুজলা, সুফলা ফসলের মতো, বৃষ্টির পানির কারণে যা সৌন্দর্য-মণ্ডিত ও দৃষ্টি-বান্ধব হয়ে উঠেছিল, মানুষ যার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও মোহিত হত। কিন্তু যখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে মাটি শুকিয়ে যায়, তখন ফসলের সেই সৌন্দর্য, গৌরব ও উজ্জ্বলতা আর বাকী থাকে না, ফসল হয়ে যায় হলুদ। তারপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হলে তা শুকিয়ে খড়-কুটে পরিণত হয়ে অবস্থা এতই করুণ হয়, বাতাস সেগুলোকে এদিক সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাতাসকে প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা ফসলের আর অবশিষ্ট থাকে না এবং মানুষের দৃষ্টি এখন আর এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। দুনিয়ার জীবনও ঠিক এসব ফসলের মতো। সুতরাং যে

২৭৫ তাফসীরে ইবন কাসীর ৮/২৪।

জীবনের এ পরিণতি তার জন্য ব্যস্ত না হয়ে আমাদের উচিৎ এমন এক জীবনের জন্য কাজ করা যার কোনো ক্ষয় নেই, যে জীবন চিরস্থায়ী যার কোনো পরিবর্তন ও বার্ধক্য নেই।”[২৭৬]

ইবন কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে মুহাম্মাদ তুমি মানবজাতির জন্য দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ তুলে ধরো! তাদের বলে দাও! দুনিয়ার জীবন হলো সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী তা একদিন শেষ ও ধ্বংস হয়ে যাবে, দুনিয়ার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন, আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন পানি জমিনে ছিটানো বীজের সাথে মিশে তা থেকে ফসল উৎপন্ন হয়ে তা যৌবনে উপনীত হয়। তারপর সবুজ-শ্যামল হয়ে তা এক অপরূপ সৌন্দর্যে পরিণত হয়। একজন কৃষক এ অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকনে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয় না। তারপর নেমে আসে বিপর্যয় ও দুর্ভোগ। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর ফসল ধীরে ধীরে শুকিয়ে খড়-কুটোতে পরিণত হয়। বাতাস তখন এদিক সেদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়, কখনও ডান দিকে নেয়, আবার কখনও বাম দিকে নেয়। বাতাসের গতিরোধ করার মতো নিজস্ব কোনো ক্ষমতা ফসলের থাকে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি এ অবস্থার সৃষ্টিকর্তা আবার পরবর্তী অবস্থারও সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এ ধরনের দৃষ্টান্ত একাধিক বার বর্ণনা করেছেন।”[২৭৭]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [يونس: ٢٤]

---

২৭৬ তাফসীরে তাবারী ১৮/৩০।

২৭৭ তাফসীরে ত্বাবারী ৫/১৬১।

"দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপ যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে। তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে সেটা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে, তারপর আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।"

[সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৪]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে এ ধরনের আরও একটি উপমা পেশ করেন। দুনিয়ার জীবন দেখতে একজন পরিদর্শকের দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর, সে যখন নীরবে এ জীবনের সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকে, তখন এ জীবন তাকে অনাবিল আনন্দে ভরে দেয়। ফলে সে এ জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং এ জীবনকে তার জীবনের স্থায়ী সমাধান ভাবতে থাকে। আর সে মনে করে, সে নিজেই এ জীবনের মালিক এবং এ জীবনকে ধরে রাখতে সে নিজেই সক্ষম। ঠিক এ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে যে জীবনের প্রতি এত নির্ভরশীল ও আসক্ত ছিল, সে জীবনকে তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তৈরি করা হয় তার ও জীবনের মাঝে সুবিশাল নিশ্ছিদ্র প্রাচীর। তখন তার হতভম্ব হয়ে চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার এ জীবনকে জমিনের সাথে তুলনা করেন। জমিনে যখন বৃষ্টি পড়ে তখন এ বৃষ্টির পানি বীজের সাথে মিশে খুব সুন্দর ও দৃষ্টি নন্দন ফসল উৎপন্ন হয়। ফসলের অপরূপ সৌন্দর্য একজন দর্শকের দৃষ্টিকে ভরে দেয় অনাবিল আনন্দে। তখন সে ধোঁকার বশবর্তী হয়ে ধারণা করে যে, সে নিজেই ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম এবং এ ফসলের সে নিজেই প্রকৃত মালিক ও নিয়ন্ত্রক। তখন হঠাৎ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ এসে যায় এবং আক্রান্ত হয় জমিনের ফসল। আর ফসলের অবস্থা এতই করুণ হয় যে, যেন এখানে কখনও কোনো ফসলী জমি-ই ছিল না। তখন তার ধারণা ও বিশ্বাস একেবারেই পর্যবসিত হয়, তার হাত একদম খালি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবনের অবস্থা এবং যারা দুনিয়ার

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৬

প্রবৃত্তির অনুসরণ

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

ড. মো: আবদুল কাদের

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

প্রবৃত্তির অনুসরণ

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	কাশফুল প্রকাশনী ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	মিডিয়া প্লাস ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১০৫/-(একশত পাঁচ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-6-6

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/ ৫

ভূমিকা/ ৭

প্রবৃত্তির পরিচয়/ ৯

প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিষেধ করা/ ১১

কখন প্রবৃত্তির কারণে মানবজাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়?/ ১৫

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার কারণসমূহ/ ১৭

প্রবৃত্তির অনুসরণ করার ক্ষতিসমূহ/ ২৫

প্রবৃত্তির বিরোধিতা করার উপকারিতা/ ৪০

প্রবৃত্তির চিকিৎসা/ ৪৭

প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি এবং নিন্দনীয় প্রবৃত্তি/ ৪২

পরিশিষ্ট/ ৫৮

অনুশীলনী/ ৫৯

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ

فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। এ গ্রন্থে আমরা এমনসব বিষয়াদির আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিনাশ, ধ্বংস ও কলুষ করে দেয়।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'প্রবৃত্তির অনুসরণ'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّد، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

মনে রাখতে হবে, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে যাবতীয় কল্যাণ হতে বিরত রাখে এবং মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে খর্ব করে। প্রবৃত্তির অনুসরণ দ্বারা মানুষ থেকে দুশ্চরিত্রগুলোই বের হয়ে আসে এবং অশ্লীল ও নোংরা কর্ম প্রকাশ পায়। প্রবৃত্তি মানবতাকে দুর্বল করে এবং অন্যায় অপকর্মের পথকে উন্মুক্ত করে।

প্রবৃত্তি হলো ফিতনার বাহক, আর দুনিয়া হলো মানুষের পরীক্ষাগার। প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাক, তবেই তুমি নিরাপদ থাকবে এবং দুনিয়া হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি লাভবান হবে। দুনিয়ার খেল-তামাশার ঘ্রাণ তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে এবং ফিতনায় না জড়ায়। মনে রাখবে, দুনিয়ার খেল-তামাশা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে এবং যুগের ভোগ-বিলাস শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি যেসব অপকর্ম, অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ কর, তা তোমার বিপক্ষে একাট্টা থাকবে এবং তোমার উপার্জিত গুনাহসমূহ তোমার বিরোধিতা করার জন্য অবশিষ্ট থাকবে।

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানুষের উপর ফরয এবং তাকে প্রতিহত করা বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবু হাযেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি তোমার শত্রুর সাথে যেভাবে যুদ্ধ কর, তার চেয়ে আরও বেশি যুদ্ধ কর তোমার প্রবৃত্তির সাথে।"[৩৫৬]

প্রবৃত্তি হলো সমস্ত ফিতনার মুল এবং যাবতীয় মুসীবতের কারণ। সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

---

৩৫৬ হিলয়াতুল আওলিয়াহ ৩/২৩১।

يَا نَفْسُ تُوبِي فإِنَّ المَوْتَ قَدْ حَانَا * وَاعصِ الهوَى فَالهوَى مَا زَالَ فَتَّانَا

হে মানবাত্মা তুমি তাওবা কর! কারণ, মৃত্যু তোমার নিকট এসে গেছে। আর প্রবৃত্তির বিরোধিতা কর; কারণ, তা সবসময় তোমাকে ফিতনা-ফাসাদের দিকে নিয়ে যাবে।

যেহেতু প্রবৃত্তির অবস্থা এত মারাত্মক ও ক্ষতিকর, তাই এ নিয়ে আলোচনা করা এবং মানুষকে এ ধরনের কঠিন ও মারাত্মক রোগ হতে বাঁচানোর চেষ্টা করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।

এ কিতাবে আমরা প্রবৃত্তির পরিচয়, তার অনুসরণের ক্ষতি, বিরোধিতা করার গুরুত্ব, উপকার, অনুসরণ করার কারণ, প্রবৃত্তির চিকিৎসা ও খারাপ প্রবৃত্তি এবং প্রশংসনীয় প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করব।

যারা এ কিতাবটি তৈরি করতে এবং কিতাবের বিষয়গুলোকে একত্র করতে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরা তাদের সবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি।

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রবৃত্তির পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: (هَوِيَه) শব্দটি মাসছদার। যখন কোনো বস্তুকে মহব্বত বা পছন্দ করে তখন একথা বল হয়।[৩৫৭]

পারিভাষিক অর্থ: পরিভাষায়, অনুমোদন নেই এমন কোনো বস্তুর প্রতি নফস ঝুকে পড়ে আর এই ঝুকে পড়াকে প্রবৃত্তি বলা হয়।[৩৫৮]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রবৃত্তি হলো মানবস্বভাবের জন্য যা প্রয়োজন ও উপযোগী তার প্রতি ঝুঁকে পড়া। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ ধরনের-নফসের চাহিদা ও প্রবৃত্তি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় যদি মানুষের মধ্যে খাওয়া, পান করা ও বিবাহের চাহিদা না থাকত, তাহলে তারা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করত না এবং বিবাহ-সাদী করত না। তখন দুনিয়ার জীবনের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ থাকত না। প্রবৃত্তিই মানুষের জন্য চাহিদাকে জাগিয়ে তুলে। রাগ বা ক্ষোভ যেভাবে একজন মানুষ থেকে কষ্টদায়ক বস্তুগুলো প্রতিহত করে, অনুরূপভাবে নফস বা মানবাত্মা যা চায় তা পূরণ করার জন্য মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।"[৩৫৯]

---

৩৫৭ আল-মাগরিব ২/৩৯২।

৩৫৮ আল্লামা জুরযানীর তা'রিফাত (৩২০)।

৩৫৯ রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন (৪৬৯)।

প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিষেধ করা

কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে, যাতে ইসলাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে মানবজাতিকে নিষেধ করেছে।

১. কখনও কখনও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিষেধ করার সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়: যেমন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ﴾ [النساء:١٣٥]

"আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

[সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ﴾ [ص : ٢٦]

"হে দাউদ, নিশ্চয় আমরা তোমাকে যমীনে খলিফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না; কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"

[সূরা সাদ, আয়াত: ২৬]

২. আবার কখনও কুরআন ও হাদীসে কাফির-মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হতে নিষেধ করার প্রমাণ পাওয়া যায়: যেমন,

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ [الأنعام : ١٥٠]

"আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে।"

[সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫০]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, কাফিরদেরকে একথা বলতে-

﴿قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهۡوَآءَكُمۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إِذٗا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [الأنعام : ٥٦]

বলুন, 'আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, (যদি করি) তখন আমি পথভ্রষ্ট হব এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না।"

[সূরা আর-আন'আম, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]

"আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

[সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৭৭]

তারপর আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾ [سورة المائدة : ٤٨]

"সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফায়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।"

[সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿فَلِذَٰلِكَ فَٱدۡعُۖ وَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡۖ﴾ [الشورى : ١٥]

"এ কারণে তুমি আহ্বান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾ [الكهف : ١٥٠]

"আর তার আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে।"

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রবৃত্তিকে কাফির-মুশরিক ও গোমরাহ লোকদের দিকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানুষ মানেই তাদের মধ্যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, এমন নয় যে যারা ঈমানদার তাদের কোনো প্রবৃত্তি বা নফস নেই। কারণ, তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে সত্যের অনুকরণ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে। অপরদিকে মুমিনরা সম্পূর্ণ তাদের বিপরীত; তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা হতে বিরত থাকে না। কারণ, কাফিরদের প্রবৃত্তি ও চাহিদা সবই হলো বাতিল এবং গোমরাহ। আর মুমিন- যাদের ঈমান মজবুত তাদের প্রবৃত্তি সবসময় আল্লাহ তা'আলার আদেশের এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিধান নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, তার আদর্শ বা সুন্নাতের মোতাবেক। তাদের প্রবৃত্তি যখন কোনো বস্তুর দিকে ঝুঁকে তখন তা অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত বা তার নির্দেশের অনুগত হবে। আর যদি তা না হয়, কমপক্ষে তা হবে মুবাহ বা বৈধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُم ١٤﴾ [محمد : ١٤]

"যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মতো, যার মন্দ আমল তার জন্য চাকচিক্যময় করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?"

[সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৪]

৩. আবার কখনও নফস মানুষকে যে সকল খারাপ কাজের নির্দেশ দেয়, তার দুর্নাম সম্বলিত বিভিন্ন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়:

আবী ইয়া'লা সাদ্দাদ ইবন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«العَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا»

"অক্ষম সে ব্যক্তি যে তার নফসকে তার প্রবৃত্তির অনুসারী বানায়।"[৩৬০]

৪. আবার কখনও অন্তরের দিকে নিসবত করে প্রবৃত্তির নিন্দা করে বিভিন্ন প্রমাণাদি আবর্তিত:

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«تُعْرَضُ الفِتنُ عَلَى القُلُوبِ كَالحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادّاً كَالكُوزِ مُجَخِّياً، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُ مُنكَراً إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ».

"মানবাত্মার ওপর বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফাসাদ এমনভাবে গেঁথে দেওয়া হবে, যেমনভাবে চাটাইয়ে একটির পর একটি করে পাতা গেঁথে দেওয়া হয়।

৩৬০ ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২৬০। হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কোনো অন্তরে যখন ফিতনা অনুপ্রবেশ করে, তখন তার অন্তরে কালো একটি দাগ পড়ে যায়। আর যখন কোনো অন্তর ফিতনাকে গ্রহণ না করে, তখন তার অন্তরে একটি সাদা দাগ দেওয়া হয়। সর্বশেষ মানবাত্মা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক- ধবধবে সাদা অন্তর, যা ধবধবে সাদা পাথরের মতো। যতদিন পর্যন্ত আসমান-যমীন স্বীয় স্থানে বহাল থাকবে ততদিন কোনো প্রকার ফিতনা-ফাসাদ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কালো কলসির মতো, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেঁধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালো-মন্দ বলতে কিছুই সে চিনে না।”[৩৬১] এখানে প্রবৃত্তিকে অন্তরের দিক নিসবত করা হয়েছে।

---

৩৬১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪।

কখন প্রবৃত্তির কারণে মানবজাতিকে শাস্তি দেওয়া হয়?

প্রবৃত্তি ও নফস মানবজাতির জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। মানবজাতি কখনই এর বাহিরে থাকতে পারে না এবং সে তার প্রবৃত্তি মুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ মানবজাতিকে নফস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তবে কি মানুষকে তার প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি দেয়া হবে?! এটি একটি যুগান্তকারী প্রশ্ন।

এছাড়াও আরেকটি প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ তার অন্তর বা আত্মা থেকে নফসের চাহিদাকে বের করে দিতে দিতে নির্দেশিত কিনা?

নাকি তার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন আছে?

ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মানবজাতিকে শুধু তার প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে কখনই শাস্তি দেওয়া হবে না, বরং তাকে শাস্তি দেওয়া হবে প্রবৃত্তি ও নফসের অনুকরণ-অনুসরণ করার ওপর। যখন মানবাত্মা কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে তা না করে মানবাত্মাকে তা থেকে বিরত রাখে, তাহলে তার জন্য এ বিরত থাকা আল্লাহর ইবাদাত ও নেক আমল বলে পরিগণিত হবে।"[৩৬২]

এ হলো একজন সত্যিকার মুসলিমের অবস্থা। সর্বদা তার নফস তাকে বিভিন্ন খারাপ ও মন্দ কাজের নির্দেশ দিতে থাকে। আর সে তার নফসের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে এবং নফসের নির্দেশ অমান্য ও বিরোধিতা করে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে, যার মধ্যে এ ধরনের গুণ পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিই হলো সত্যিকার ঈমানদার ও প্রকৃত মুমিন। আর এ ধরনের ঈমানদারের জন্য রয়েছে জান্নাত ও উত্তম প্রতিদান।

---

৩৬২ মাজমুউল ফাতাওয়া ১০/৬৩৫।

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٤١﴾ [النازعات : ٤٠-٤١]

"আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।"

[সূরা আন-নাজি'আত, আয়াত: ৪০-৪১]

মোটকথা, প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত কাউকে কোনো প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে না। মানুষ যখন কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা করে বা তার গুনাহ করতে মনে চায়, শুধুমাত্র এর ওপর তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে যদি লোকটি তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা অনুযায়ী আমল করে, তখন তাকে তার আমল ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَالعَيْنَانِ زِنَاهمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».

"আদম সন্তানদের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সে তার জীবদ্দশায় তা অবশ্যই অর্জন করবে। তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো খারাপ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার হলো কোনো খারাপ বা অশ্লীল কথার শ্রবণ, মুখের ব্যভিচার হলো শরী'আতের পরিপন্থী কথা, হাতের ব্যভিচার হলো নিষিদ্ধ কোনো বস্তুকে স্পর্শ করা আর পায়ের ব্যভিচার হলো কোনো নিষিদ্ধ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়া। অন্তর আশা করে এবং ধাবিত হয়, লজ্জাস্থান তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।"[৩৬৩]

৩৬৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭।

অন্তরের রোগ ও আমল: সিরিজ-৭

ইখলাস

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

ইখলাস

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১১০/- (একশত দশ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-5-9

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা /৭

ইখলাসের অর্থ /৯

ইখলাসের আদেশ /১৪

ইখলাসের ফলাফল /২৭

ইখলাস না থাকার ক্ষতি /৩৯

ইখলাস বিষয়ে সালফে সালেহীনের অবস্থান /৪৬

ইখলাসের আলামতসমূহ /৫৭

ইখলাস বিষয়ে কতক মাসআলা /৫৮

পরিশিষ্ট /৬৫

অনুশীলনী /৬৬

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত:৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গা-প্রত্যঙ্গোর মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। ইতোপূর্বে আমরা এমনসব বিষয়াদি আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিশুদ্ধ করে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'ইখলাস'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবী ও রাসূলগণের সরদার আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে অন্তরের আমলসমূহ বিষয় সম্বলিত একটি ইলমী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদানের সুযোগ দেন, যাতে মোট বারোটি ক্লাস ছিল। আর আমার সাথে 'যাদ গ্রুপের' ইলমী বিভাগটি ছিল। তারা আলোচনাগুলোকে বর্তমানে বই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অন্তরের আমলসমূহের প্রথম আমল হলো ইখলাস, যা ইবাদাতের মগজ ও রূহ এবং আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার মানদণ্ড। আর ইখলাস অন্তরের আমলসমূহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সর্বোচ্চ চূড়া এবং আমলসমূহের প্রধান ভিত্তি। আর এটিই হলো, সমস্ত নবী ও রাসূলগণের দাওয়াতের চাবিকাঠি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে"।

[সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ ۝٣﴾ [الزمر: ٣]

"জেনে রাখ, খালেস দ্বীন তো আল্লাহরই"।

[সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৩]

আর আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের কামনা তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করেন, আমাদের নিয়্যতসমূহে ইখলাস তথা নিষ্ঠা প্রদান করেন এবং আমাদের অন্তরসমূহ সংশোধন করে দেন। নিশ্চয় তিনি শ্রবণকারী দো'আ কবুলকারী।

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

ইখলাসের অর্থ

ইখলাসের আভিধানিক অর্থ:

ইখলাস শব্দটি আরবি أَخلَص শব্দ থেকে নির্গত। এ শব্দের مضارع [মুজারেয়] হলো يُخْلِص আর এর মাসদার হলো [إخلاصا] অর্থাৎ, নিরেট বা খাঁটি বস্তু কোনো বস্তু নির্ভেজাল ও খাঁটি হওয়া এবং তার সাথে কোনো কোনো কিছুর সংমিশ্রণ না থাকাকে ইখলাস বলে। যেমন, বলা হয় أَخْلَصَ الرَّجُلُ دِيْنَهُ للهِ অর্থাৎ, লোকটি তার দীনকে কেবল আল্লাহর জন্যই খাস করল। লোকটি তার দীনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে কাউকে মিলায়নি বা শরীক করেনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾﴾ [الحجر: ٤٠]

"তাদের মধ্য থেকে আপনার মুখলিস বা একান্ত বান্দাগণ ছাড়া।"

[সূরা আল-হিজর, আয়াত : ৪০]

এখানে مخلَصين শব্দটির লাম 'যবর' সহকারে রয়েছে। তবে কোনো কোনো কিরাতে مخلِصين অর্থাৎ, লামের নিচে 'যের' সহকারেও পড়া হয়েছে।

সা'লাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, مخلِصين (লাম এর নিচে 'যের' সহকারে) এর অর্থ, যারা ইবাদাতকে কেবল আল্লাহর জন্যই করে থাকেন। আর مُخْلَصِينَ (লামের উপর 'যবর' সহকারে) এর অর্থ, যাদেরকে আল্লাহ একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন।

যাজ্জাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর তা'আলার বাণী:

﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مُوسَىٰٓۚ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وَكَانَ رَسُولٗا نَّبِيّٗا ٥١﴾

[مريم: ٥١]

"আর স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসাকে, তিনি ছিলেন 'মুখলাস' (বিশেষ মনোনীত) এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।"

[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫১]

এখানে مخلَصاً শব্দটির লাম 'যবর' সহকারে রয়েছে। তবে কোনো কোনো কিরাতে مخلِصاً অর্থাৎ লামের নিচে 'যের' সহকারেও পড়া হয়েছে। আর مخلَص শব্দের অর্থ: আল্লাহ যাকে খাঁটি করেছেন এবং ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত করে যাকে নির্বাচন করেছেন। আর মুখলিস مخلِص শব্দের অর্থ: যে একান্তভাবে আল্লাহর এককত্ব বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কারণেই ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [আপনি বলুন, আল্লাহ এক] এ সূরাটিকে সূরা ইখলাস নামে নামকরণ করা হয়েছে। [কারণ, এ সূরাটিতে আল্লাহকে এককত্বের ঘোষণা রয়েছে]

আল্লামা ইবনুল আছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ সূরাটিকে সূরা ইখলাস বলে নাম রাখার কারণ হলো, এ সূরাটি আল্লাহ তা'আলার সীফাত বা গুণাবলি বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট অথবা এ জন্যে যে, এ সূরার তিলাওয়াতকারী আল্লাহর জন্য খালেসভাবে তাওহীদ বা তাঁর এককত্ব সাব্যস্ত করে।'

আর 'কালেমাতুল ইখলাস' বলতে 'কালেমাতুত তাওহীদকেই' বুঝানো হয়ে থাকে।

খালেস বস্তু বলতে বুঝায়, সে পরিষ্কার বস্তুকে যা থেকে যাবতীয় মিশ্রণ দূরীভূত করা হয়েছে।[১]

ফিরোযাবাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, أخلص لله এ কথার অর্থ হলো, 'সে রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছা বা লৌকিকতা ছাড়ল।'[২]

---

১ লিসানুল আরব ৭/২৬; তাজুল আরূস, পৃ. ৪৪৩৭।

২ আল-কামূসুল মুহীত, ৭৯৮।

জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইখলাসের আভিধানিক অর্থ হলো 'ইবাদত-আনুগত্যে রিয়া তথা প্রদর্শনেচ্ছা পরিহার করা।'[৩]

ইখলাসের পারিভাষিক অর্থ:

আলেমগণ ইখলাসের একাধিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

- ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবাদতের দ্বারা একমাত্র এক আল্লাহর উদ্দেশ্য নেওয়া।'[৪]

- আল্লামা জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানবাত্মার পরিচ্ছন্নতায় বিঘ্ন ঘটায় এ ধরনের যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা থেকে অন্তরকে খালি করাই ইখলাস। আর সেটার মূলকথা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে একথা চিন্তা করা যায় যে, তার সাথে কোনো না কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ থাকতে পারে, তবে যখন কোনো বস্তু অন্য কিছুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়, তখন তাকে খালেস বা খাঁটি বস্তু বলা হয়। আর এ খাঁটি করার কাজটি সম্পাদন করার নাম হচ্ছে ইখলাস।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ لَكُمۡ فِي ٱلۡأَنۡعَٰمِ لَعِبۡرَةٗۖ نُّسۡقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ لَّبَنًا خَالِصٗا سَآئِغٗا لِّلشَّٰرِبِينَ ٦٦﴾ [النحل: ٦٦]

"আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমরা দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর।"

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৬৬]

এখানে দুধ খাঁটি হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার মধ্যে রক্ত ও গোবর ইত্যাদির কোনো প্রকার সংমিশ্রণ থাকার অবকাশ না থাকা।[৫]

---

৩ তা'রীফাত: ২৮।

৪ মাদারেজুস সালেকীন ২/৯১।

৫ আত-তা'রীফাত: ২৮।

- আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হলো, 'আমলসমূহকে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত ও নির্ভেজাল করা।'[৬]

- হুযাইফা আল মুরআশী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দার ইবাদাত প্রকাশ্য ও গোপনে উভয় অবস্থাতে একই পর্যায়ের হওয়ার নাম ইখলাস।'[৭]

- আবার কেউ কেউ বলেন, ইখলাস হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্বীয় আমলের ওপর সাক্ষ্য হিসেবে তালাশ না করা, আর বিনিময়দাতা হিসেবেও কেবল তাঁকেই গ্রহণ করা।[৮]

ইখলাসের অর্থে সালাফে সালেহীন থেকে বহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে: যেমন,

- যাবতীয় আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য করা যাতে গাইরুল্লাহ বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সেখানে কোনো অংশ না থাকে।

- আমলকে সৃষ্টিকুলের সবার পর্যবেক্ষণ মুক্ত করে স্বচ্ছ করা (কেবল আল্লাহর পর্যবেক্ষণে রাখা)।

- আমলকে যাবতীয় (শির্ক, রিয়া ইত্যাদির) সংমিশ্রণ থেকে স্বচ্ছ রাখা।[৯]

মুখলিসের সংজ্ঞা:

মুখলিস সে ব্যক্তি যে আল্লাহর সাথে তার আত্মা খাঁটি ও সংশোধিত হওয়ায় মানুষের অন্তর থেকে তার মান-মর্যাদা পুরোপুরি বের হওয়াতে কোনো প্রকার পরোয়া করে না। তার আমলের একটি কণা বা বিন্দু পরিমাণ বিষয়েও মানুষ অবগত হোক, তা সে পছন্দ করে না।

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষের কথায় ও শরী'আতের ভাষায় 'নিয়্যত' শব্দটি 'ইখলাস' এর স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

---

[৬] তা'রীফাত: ২৮।

[৭] আত-তিবইয়ান ফী আ-দাবে হামালাতিল কুরআন: ১৩।

[৮] মাদারেজুস সালেকীন, ২/৯২।

[৯] মাদারেজুস সালেকীন: ২/৯১-৯২।

তবে ফিকহবিদগণের মতে নিয়্যতের মূল হচ্ছে, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে ইবাদাতকে পৃথক করা এবং এক ইবাদাতকে অপর ইবাদাত থেকে আলাদা করা।[১০]

স্বাভাবিক কর্ম থেকে ইবাদাতকে পৃথক করা, যেমন- পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা থেকে নাপাক হওয়ার কারণে গোসল করাকে আলাদা করা।

এক ইবাদাত থেকে অপর ইবাদাতকে পৃথক করা। যেমন, যোহরের সালাতকে আসরের সালাত থেকে পৃথক করা।

উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায় যে, নিয়্যতের বিষয়টি আমাদের আলোচনার আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি কেউ নিয়্যত শব্দ বলে আমল দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা বুঝায় এবং আমলটি মহান আল্লাহ (যার কোনো শরীক নেই) তার জন্য, নাকি আল্লাহ ও গাইরুল্লাহ উভয়ের জন্য? (তা নির্ধারণ করা বুঝায়) তাহলে এ ধরনের 'নিয়্যত' 'ইখলাস' এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত (আর তখন তা আমাদের আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য হবে)।

ইবাদাতে 'ইখলাস' ও 'সত্যবাদিতা' উভয় শব্দ অর্থের দিক বিবেচনায় প্রায় কাছাকাছি, তবে উভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে।

প্রথম পার্থক্য: সত্যবাদিতা হলো মূল এবং তা সর্বাগ্রে, আর ইখলাস হলো তার শাখা ও অনুগামী।

দ্বিতীয় পার্থক্য: যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার আমলে প্রবেশ না করে ইখলাস ততক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বে আসে না। আমলে প্রবেশ করার পরই ইখলাসের প্রশ্ন আসে। পক্ষান্তরে 'সত্যবাদিতা' তা আমলে প্রবেশ করার পূর্বেও হতে পারে।[১১]

---

[১০] জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম: ১/১১।

[১১] আত-তা'রীফাত: ২৮।

ইখলাসের আদেশ

কুরআনে করীমে ইখলাস:

আল্লাহর তা'আলা তার কিতাবের একাধিক জায়গায় তাঁর বান্দাদের ইখলাস অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দীন।"

[সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবাদাতে 'মুখলিস' বলে দাবী করার নির্দেশ দেন এবং বলেন,

﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي ١٤﴾ [الزمر: ١٤]

"বলুন, 'আমি আল্লাহর-ই ইবাদাত করি, তাঁরই জন্যে আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে'।"

[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

"বলুন, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।"

[সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬১, ১৬২]

আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি মানুষের হায়াত ও মাওতকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন, তাদের মধ্যে উত্তম ও সুন্দর আমলকারী কে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢﴾ [الملك: ٢]

"যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।"

[সূরা আল-মুলুক, আয়াত:২]

ফুদ্বাইল ইবন আয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ সুন্দর আমল সম্পর্কে বলেন, "সেটা হচ্ছে, বেশি ইখলাস অবলম্বনকারী ও সঠিক আমলকারী। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আলী! 'বেশি ইখলাস অবলম্বনকারী ও সঠিক আমলকারী' এ কথার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, আমল যদি খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, কিন্তু তা সঠিক না হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সঠিক হয় কিন্তু খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য না হয়, তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আমল অবশ্যই খালেস ও সঠিক হতে হবে। কেবল আল্লাহর জন্য জন্য আমল করাকে খালেস বলে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করাকে সঠিক বলে।"

ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ ফুদ্বাইলের কথার সাথে যোগ করে বলেন,

এ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

"সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।"

[সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০][১২]

এ আয়াতের বাস্তবায়ন।

আমীর আস-সান'আনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

تقَضَّتْ بكَ الأَعْمارُ في غَيْرِ طَاعَةٍ سِوَى عَمَل تَرْضَاهُ وَهْوَ سَرابُ

إِذِا لَم يَكنْ للهِ فعِلُكَ خَالِصاً فَكُلُّ بنَاءٍ قَدْ بنيَتَ خَرابُ

فَلِلْعَمَلِ الإِخْلَاصُ شَرْطٌ إِذِا أَتَى وَقَدْ وَافَقَتْهُ سُنَّةٌ وَكِتَابُ

অর্থাৎ, তোমার সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানীতে অতিবাহিত হলো। কেবল এমন কিছু আমল যা তোমার সন্তুষ্টি বিধান করে, আসলে তা মরীচিকা,

যখন তোমার কর্ম খালেসভাবে আল্লাহর জন্য হবে না তখন তুমি যত ঘরই বানাও না কেন, তা বিরান ঘর।

আমলের জন্য তো ইখলাস শর্ত। যখন তুমি আমলে ইখলাস নিশ্চিত করার সাথে তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী কর।

আল্লাহর জন্য সর্বাঙ্গীণ আত্মসমর্পন এবং ইহসান তথা আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করাকে আল্লাহ তা'আলা 'সর্বাধিক সুন্দর দীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

---

[১২] মাজমুউল ফাতওয়া: ১/৩৩৩ ।

অন্তরের রোগ ও আমলঃ সিরিজ-৮

পরহেযগারী

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

অনুবাদ টীম : ইসলাম হাউজ

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রকাশনায়
কাশফুল প্রকাশনী

পরহেযগারী

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	অক্টোবর ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	১০৫/-(একশত পাঁচ) টাকা মাত্র।
ISBN	978-984-96684-4-2

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়/৫

ভূমিকা / ৭

বিষয়ের গুরুত্ব /৯

পরহেযগারীর সংজ্ঞা /১১

পরহেযগারীর গুরুত্ব ও ফযীলত /১৪

পরহেযগারীর হাকীকত /১৯

ইলম ও পরহেযগারী /২৮

সালফে সালেহীনের পরহেযগারীর কতক দৃষ্টান্ত /৩১

পরহেযগারী অবলম্বন করার উপকারিতা /৪০

আমরা কীভাবে পরহেযগার হতে পারি? /৪৪

কোনটি গ্রহণযোগ্য 'পরহেযগারী' আর অগ্রহণযোগ্য 'পরহেযগারী'? /৫

বিশেষ পরহেযগারী /৫৫

পরিশিষ্ট /৫৭

অনুশীলনী /৬০

সম্পাদকীয়

হামদ জাতীয় সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবী সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অবারিত। তারপর,

আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় কালবে সালীম বা নিরোগ আত্মার ভিত্তিতে। দুনিয়ার জীবনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ নিরোগ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ আত্মার কারণেই কাছে ডেকে নিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন,

﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ ﴾ [الصافات : ٨٤]

"যখন তিনি তার রবের নিকট আসলেন নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে।"

[সূরা আস-সাফফাত, আয়াত:৮৪]

এ নিষ্কলুষ আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আখেরাতের যিন্দেগীতে কারও কোনো পুরষ্কার নির্ধারিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।"

[সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ৮৮-৮৯]

আর সেজন্যই আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ.

"সাবধান! শরীরে একটি চিবানো গোস্তের টুকুরা রয়েছে। যদি সেটি বিশুদ্ধ হয়ে যায় তবে সারা শরীরই বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর যখন তা বিনষ্ট হয়ে যায় সারা শরীর বিনষ্ট হয়ে যায়, সাবধান, তা হচ্ছে কালব বা অন্তর।"

সুতরাং এ কালবের বিশুদ্ধি একান্তভাবেই কাম্য। কালবেই তাওহীদের জায়গা হয় আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়। আবার শির্কও এ কালবেই স্থান করে নেয়, আর মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেটা ব্যক্ত করে। ইতোপূর্বে আমরা এমনসব বিষয়াদি আলোচনা করেছি যা অন্তরকে বিশুদ্ধ করে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ বিষয়গুলো নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ **'অন্তরের রোগ ও আমল'** নামক সিরিজটি লিখেছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে www.islam-house.com কর্তৃপক্ষ ইতোপূর্বে তাদের অনুবাদ টীমের সহায়তায় গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। তার মধ্যে একটি অংশ **'পরহেযগারী'** নামে আজ আমরা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদের এ আমলসহ অন্যান্য সকল আমল কবুল করেন এবং আমাদের অন্তরকে নিরোগ অন্তরে রুপান্তরিত করে দেন। তিনিই তো তা করতে পারেন। আমীন।

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاة وَالسَّلَام عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যিনি সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের ওপর।

অন্তরের আমলসমূহের অন্যতম আমল হলো, পরহেযগারী। পরহেযগারী হলো দীনের খুঁটিসমূহের একটি অন্যতম খুঁটি। তাকওয়া, পরহেযগারী ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় ছাড়া ঈমানদারী চলে না।

মনে রাখতে হবে, পরহেযগারী মানবাত্মা ও অন্তরকে যাবতীয় নাপাকী-অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে এবং বিভিন্ন প্রকার মানবিক ব্যাধি, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রিকাতরতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে। পরহেযগারী হলো ঈমানী বৃক্ষের ফল এবং ঈমানের সৌন্দর্য।

পরহেযগারী ছাড়া ঈমান ফল ছাড়া বৃক্ষের মতো। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য পরহেযগারী আবশ্যক। তবে পরহেযগারী কী তা আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। আমরা অনেকেই পরহেযগারী ও পরহেযগারী কী তা জানি না। এ জন্য পরহেযগারী সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরী। যাতে আমরা কোনটি পরহেযগারী আর কোনটি গোড়ামি তা জানতে ও বুঝতে পারি।

আমরা এ কিতাবে পরহেযগারী-এর সংজ্ঞা, হাকীকত, উপকারিতা ও ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। সাথে সাথে এখানে থাকবে কীভাবে আমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারি তার আলোচনা, মুত্তাকী ও পরহেযগার হিসেবে আমরা নিজেকে কীভাবে গড়ে তুলতে পারি তার আলোচনা। আর

আমার এ পুস্তিকাটি, অন্তরের আমলসমূহের ধারাবাহিক আলোচনারই একটি অংশ বিশেষ। একটি ইলমী প্রশিক্ষণ সেন্টারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন আমি এ বিষয়টির ওপর আলোচনা করি। আমার আলোচনাটিকে পুস্তিকা আকারে রূপ দেওয়া হয়। আমার সাথে কিছু আহলে ইলম সাথী ছিল যারা আমাকে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

আমরা তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কামনা করি, তিনি যেন তাদের ও আমাদের সবার জন্য যাবতীয় কল্যাণ ও কামিয়াবীকে সহজ করে দেন এবং ইলম ও আমলের পথকে উন্মুক্ত করে দেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং কবূল করেন। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও কবুলকারী। আমীন।

মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

বিষয়ের গুরুত্ব

আল্লামা তাউস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো বৃক্ষের মতো; তার মূল কাণ্ড হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বান্দা ও রাসূল। তার ডাল-পালা হলো এটা বা ওটা। আর ঈমান বৃক্ষের ফল হলো পরহেযগারী। যে বৃক্ষের ফল নেই তার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। আর যে লোকের মধ্যে পরহেযগারী নেই তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।'[৭৮]

কাসেম ইবন উসমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পরহেযগারী হলো দীনের খুঁটি।[৭৯] বস্তুতঃ আসল ইবাদাতই হলো পরহেযগারী অর্জন করা। হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আসল ইবাদাত হলো পরহেযগারী। কাসেম আল-জু'য়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, দীনের মূল হলো পরহেযগারী অবলম্বন করা।

পরহেযগারী হলো একজন বান্দার যোগ্যতার আসল প্রমাণ।'[৮০] 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَلَاةِ أَحَدٍ وَلَا صِيَامِهِ، وَانْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ إِذَا حَدَّثَ، وَإِلَى أَمَانَتِهِ إِذَا ائْتُمِنَ، وَإِلَى وَرَعِهِ إِذَا أَشْفَى».

"তোমরা কোনো মানুষের সালাত ও সাওম দেখেই সিদ্ধান্ত নিওনা। বরং যখন সে কথা বলে তখন সত্য বলে কিনা তা দেখবে, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদারিতার প্রতি লক্ষ্য করবে এবং যখন দুনিয়ার কর্মকান্ড পরিচালনা করে তখন তার পরহেযগারীর প্রতি লক্ষ্য করবে।"[৮১]

---

৭৮ আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদের আস-সুন্নাহ: ৬৩৫।

৭৯ তারিখে দামেশক: ৪৯/১২২।

৮০ হিলইয়াতুল আউলিয়া: ১০/৭৬।

৮১ বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫২৮১, ৫২৭৮।

পরহেযগারী কীভাবে অর্জন করতে হয় তা সালফে সালেহীন শিখতেন। আল্লামা দ্বাহহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের যুগে আমরা পরহেযগারী শিখতাম।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের সাথীদের দেখতাম যে, তারা কীভাবে পরহেযগারী অর্জন করা যায় তা শিখতো।'

পরহেযগারীর সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থ: ع ر و- বা পরহেযগারী, অভিধানে এর অর্থ হলো সংকোচবোধ সংরক্ষণ করা, সংকীর্ণতা অবলম্বন, পরিত্যাগ করা, বেঁচে থাকা।

কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ হলো হারাম থেকে বিরত থাকা; তারপর শব্দটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে ব্যাপক মুবাহ ও হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকা।[৮২]

পারিভাষিক অর্থ:

শব্দটি পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় উলামায়ে কেরামের শাব্দিক মতবিরোধ রয়েছে:

ফুদ্বাইল ইবন আয়াদ্ব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْوَرَعُ: «اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ».

'পরহেযগারী হলো নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা।'[৮৩]

ইবরাহীম ইবন আদহাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْوَرَعُ: تَرْكُ كُلِّ شُبْهَةٍ، وَتَرْكُ مَالَا يَعْنِيكَ هُوَ تَرْكُ الْفَضَلَاتِ.

'পরহেযগারী হলো সন্দেহযুক্ত বস্তু, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অতিরঞ্জিত কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা।'[৮৪]

ইবনুল কাইয়্যেম রাহিমাহুল্লাহ পরহেযগারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الْوَرَعُ: ترك مَا يخْشَى ضَرَره فِي الْآخِرَة.

---

৮২ লিসানুল আরব: ৮/৩৮৮।

৮৩ হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৮/৯১।

৮৪ মাদারেজুস সালেকীন: ২/২১।

“পরহেযগারী হলো, যে কাজ করলে আখেরাতের ক্ষতির আশংকা রয়েছে তা পরিহার করা।’[৮৫]

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-কাতানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الورع: هو ملازمة الأدب، وصيانة النفس.

‘পরহেযগারী হলো, শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করা এবং আত্মার হিফাযত করা।’[৮৬]

যারক্কানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الورع: ترك ما لا بأس به حذراً من الوقوع مما به بأس.

“পরহেযগারী হলো, যে কাজে ক্ষতি আছে তা থেকে বেঁচে থাকার স্বার্থে জন্য যাতে কোনো ক্ষতি নেই এমন কাজও ছেড়ে দেওয়া।’[৮৭]

জুরজানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

الورع: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات.

‘পরহেযগারী হলো সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা, যাতে হারামে লিপ্ত না হতে হয়।’[৮৮]

কোনো কোনো আলেম পরহেযগারীর সংজ্ঞা দিয়ে বলেন,

الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب.

‘যেসব বস্তু তোমাকে সন্দেহ-সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় তা ছেড়ে যেসব বস্তু তোমাকে সন্দেহ-সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় না তার প্রতি ধাবিত হওয়াকে পরহেযগারী বলে।’[৮৯]

---

৮৫ আল-ফাওয়ায়েদ: ১১৮।

৮৬ তারিখে দামেশক: ৫৪/২৫৭।

৮৭ মানাইলুল এরফান: ২/৪২।

৮৮ আত-তা‘রীফাত: ৩২৫।

৮৯ ফায়দ্বুল কাদীর: ৩/৫২৯।

অপর একজন বিজ্ঞ আলেম বলেন,

حقيقة الورع: توقي كل ما يحذر منه، وغايته: تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي.

"পরহেযগারীর হাকীকত হলো, যে বস্তুকে মানুষ আশঙ্কাযুক্ত মনে করে তা থেকে বিরত থাকা। আর তার শেষ গন্তব্য হলো ছোট শির্কের আশঙ্কা থেকে নিয়্যতকে পাক-পবিত্র করার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া।'[৯০]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, পরহেযগারীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। সবার মতামতকে একত্র করার লক্ষ্যে আমরা বলব যে, পরহেযগারীর চারটি স্তর আছে:

এক- সাধারণ লোকের পরহেযগারী: আর তা হলো হারাম বস্তু থেকে বিরত থাকা।

দুই- নেককার লোকদের পরহেযগারী: যেসব কাজে হারামের সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

তিন- মুত্তাকীদের পরহেযগারী: যেসব কাজে কোনো ক্ষতি নেই সেসব কাজকে ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দেওয়া।

চার- সিদ্দিক বা সত্যবাদীদের পরহেযগারী: এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা, যাতে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি নেই। কিন্তু সে আশঙ্কা করে যে, না জানি কাজটি গাইরুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে হয়ে যায় অথবা কাজটি অপছন্দনীয় বা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আশঙ্কায় সে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকে।

উপরে যে চারটি স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার কোনো না কোনো একটির ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম পরহেযগারীর সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন।

---

[৯০] ফায়দ্বুল কাদীর: ৩/৫৭৫।

পরহেযগারীর গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করার হিকমত অসংখ্য ও অগণিত; এসব হিকমতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবে হিকমতসমূহের অন্যতম হিকমত হলো মানুষকে পরহেযগার ও মুত্তাকী বানানো। অর্থাৎ, মানুষ যাতে তাকওয়া, পরহেযগারীর গুণে গুণান্বিত হতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ হাসিলে সক্ষম হয় তার জন্যই কুরআন নাযিল করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا ١١٣﴾ [طه: ١١٣]

"আর এভাবেই আমরা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ।"

[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১১৩]

ক্বাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণীতে যিকির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরহেযগারী ও তাকওয়া।[৯১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে দীনদার লোকদের কামিয়াবী ও সফলতার একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাদের প্রশংসনীয় অবস্থার ওপর অটল ও অবিচল থাকে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

---

৯১ তাফসীরে তাবারী: ৮/৪৬৪।

﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴿١٢٨﴾﴾ [طه: ١٢٨]

"এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমরা তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নির্দশন"।

[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ১২৮]

ক্বাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أُولُو النُّهَى هم أهل الورع.

'জ্ঞানী তারাই যারা পরহেযগার।'[৯২]

মানুষ যাতে পরহেযগার ও দীনদার হয় তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর স্বীয় কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেন এবং কুরআনে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পরহেযগারী অবলম্বন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী।

মনে রাখতে হবে, আমরা যে তাকওয়া বা পরহেযগারীকে ওয়াজিব বলছি তা হলো উল্লিখিত পরহেযগারীর স্তরসমূহের সর্বনিম্ন স্তর।

পরহেযগারী অবলম্বন করার ফযীলত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে পরহেযগারী অবলম্বন করার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেন। এখানে কিছু ফযীলত তুলে ধরা হলো। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ».

[৯২] তাফসীরে তাবারী: ৪৭৫/৮।

"হে আবু হুরায়রা তুমি পরহেযগার হও, তাহলে তুমি সমগ্র মানুষের চেয়ে বড় ইবাদাতকারী বলে বিবেচিত হবে।"[৯৩]

সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْر دِينِكُمُ الَورَع».

"তোমাদের উত্তম দীন হলো পরহেযগারী।"[৯৪]

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[৯৫]

আমর ইবন ক্বাইস আল-মুল্লায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَلَاكُ دِينِكُم الَورَع».

"তোমাদের দীনের চাবিকাঠি হলো পরহেযগারী"[৯৬]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا أَعْجَبَهُ فِيهَا إِلَّا وَرَعًا».

"দুনিয়ার কোনো বস্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুগ্ধ করতে পারেনি। পরহেযগারী ছাড়া কোনো কিছুই তাঁকে সে পরিমাণ আনন্দ দিতে পারেনি।"[৯৭]

---

[৯৩] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪২১৭। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[৯৪] হাকেম, হাদীস নং ৩১৪। যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটির সমর্থন করেন।

[৯৫] হাকেম, হাদীস নং ৩১৭; তাবরানী, মু'জামুল ওয়াসীত, হাদীস নং ৩৯৬০। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[৯৬] মুসান্নাফে ইবন আবি শাইবাহ, হাদীস নং ২৬১১৫।

[৯৭] তাবরানী, মু'জামুল ওসীত, হাদীস নং ৫৩৫।